NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ গডকরির নাগপুরের বাড়িতে বোমার হুমকি!

সত্যের জয় হয়েছে, মন্তব্য সাধ্বী প্রজ্ঞার ৭

কলকাতা ৪ আগস্ট ২০২৫ ১৮ শ্রাবণ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.08.2025, Vol.19, Issue No. 56, 8 Pages, Price 3.00

আজ সুপ্রিমে ডিএ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ দেশের শীর্ষ আদালতে শুনানি রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সংক্রান্ত মামলার। বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত মিশ্রর বেঞ্চ এই মামলার শুনানি রয়েছে। এদিনের শুনানি ঘিরে কৌতূহল দানা বেঁধেছে। মাসের পর মাস ধরে বকেয়া ডিএ না-মেটানোর অভিযোগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে কর্মীমহল।

গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দিয়েছিল, ছ'সপ্তাহের মধ্যে অন্তত ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দিতে হবে। সেইসঙ্গে হলফনামা জমা দিয়ে রাজ্যকে নিজেদের বক্তব্য জানাতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই নির্দেশ পালন করেনি। বরং, আরও ছ'মাস সময় চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন করেছে এবং রায়ের কিছু অংশ সংশোধনের আর্জিও জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৬ মে শুনানির দিন বকেয়ার ২৫ শতাংশ মেটানোর বিষয়ে রাজ্যের প্রবল আপত্তি উড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, তারা চাইলে এখনই রাজ্য সরকারের মামলা খারিজ করে দিতে পারে। কিন্তু তারা তা করছে না। অগস্ট মাসে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের উপরে নির্ভর করবে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ডিএ পাবেন কি না। পেলে বকেয়ার কতখানি এবং কবে থেকে পাবেন। কিন্তু তার আগে রাজ্যকে বকেয়ার ২৫ শতাংশ মেটাতেই হবে।

যদিও রাজ্যের অবস্থান- মহার্ঘ ভাতা কোনও সাংবিধানিক বা আইনি অধিকার নয়। ডিএ বাধ্যতামূলক নয়। ঐচ্ছিক বিষয়। এটি কর্মীদের মৌলিক অধিকার নয়। তাই কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে বাধ্য নয় রাজ্য। ২৭ জুন রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে জানায়, তাদের এখন আর্থিক সংকট রয়েছে। তাই বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ পুনর্বিবেচনারও আর্জি জানিয়েছিল রাজ্য। রাজ্যের এই অবস্থানকে ঘিরে কর্মী সংগঠনগুলো ক্ষুব্ধ। 'কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ' মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে ইতিমধ্যেই আইনি নোটিশ দিয়েছে। এই অবস্থায় এদিনের শুনানি ঘিরেই চরম টানাপোড়েন। রাজ্যকে কি আরও ছ'মাস সময় দেওয়া হবে? আপাতত সেই উত্তরের খোঁজে সব পক্ষ।

দাম কমল

■ **জীবনরক্ষাকারী ওষুধের দাম হ্রাস। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে একাধিক জীবনরক্ষাকারী ওষুধের দাম কমল। ক্যানসার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস-সহ গুরুতর রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের দাম ১০ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। জাতীয় ওষুধ মূল্য নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেবে এবং চিকিৎসা আরও সুলভ হবে।**

রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি' আখ্যা, দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন দিল্লি: পুলিশের তরফে বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলে উল্লেখ করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র অপমানজনক নয়, বরং তা অসাংবিধানিক, দেশবিরোধী এবং বাংলাভাষী কোটি কোটি ভারতবাসীর মর্যাদার পরিপন্থী। এক্সে (পূর্বতন টুইটার) দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'দেখুন কী ভাবে দিল্লি পুলিশ, যা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন, বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' হিসেবে বর্ণনা করছে!' তিনি মনে করিয়ে দেন, 'বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মনীষীদের ভাষা এই বাংলা। আমাদের জাতীয় সংগীত এই ভাষায় লেখা হয়েছে। এই ভাষায় কোটি কোটি ভারতীয় নাগরিক কথা বলেন, লেখেন। ভারতীয় সংবিধানেও এই ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি রয়েছে। সেই বাংলা ভাষাকেই আজ বাংলাদেশি ভাষা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে! এটা লজ্জাজনক, অপমানজনক, দেশবিরোধী ও অসাংবিধানিক!' সংবিধান স্বীকৃত এই ভাষাকে এভাবে আঘাত করা দেশের আত্মমর্যাদার বিরুদ্ধেও বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'এটা কেবল ভাষার অবমাননা নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির অপমান। বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এমন ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণযোগ্য নয়। এটা চরম অসম্মানজনক এবং সংবিধান বিরুদ্ধ আচরণ।' তিনি বলেন, এই মন্তব্য সকল বাংলাভাষী ভারতীয়দের জন্য অপমানজনক,

> দেখুন কী ভাবে দিল্লি পুলিশ, যা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন, বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' হিসেবে বর্ণনা করছে! বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মনীষীদের ভাষা এই বাংলা। আমাদের জাতীয় সংগীত এই ভাষায় লেখা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানেও এই ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি রয়েছে। সেই বাংলা ভাষাকেই আজ বাংলাদেশি ভাষা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে! এটা লজ্জাজনক, অপমানজনক, দেশবিরোধী ও অসাংবিধানিক! এটা কেবল ভাষার অবমাননা নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির অপমান।
>
> **— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

> এই রাজ্য থেকে যে সকল পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করছেন, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার যে সকল মুসলিম ভাইয়েরা আছেন, তাঁরাই এখন ওই এলাকায় যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আছে, তার তথ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে দিচ্ছে। আর আমাদের এই বিষয়ে অবস্থান খুব স্পষ্ট। আমরা এই দেশের সকল হিন্দু ও ভারতীয় মুসলিমদের পাশে আছি। আর যারা অনুপ্রবেশকারী, তারা এই দেশের নাগরিক বা ভারতীয় নয়। তারা ভারতে থাকতে পারে না।
>
> **— শমীক ভট্টাচার্য**

এবং এই ধরনের ভাষা কখনও ব্যবহার করা যায় না। পোস্টের শেষে মুখ্যমন্ত্রী দেশের সকল নাগরিকদের কাছে আবেদন জানান, 'আমরা কেন্দ্র সরকারের এই বাংলা-বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানাই। এটা আমাদের ভাষার সম্মান রক্ষার লড়াই। আমাদের ঐক্য ও মর্যাদার লড়াই।'

এই ঘটনায় রাজ্য-রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়িয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কোনও সরকারি বিবৃতিতে বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' হিসেবে চিহ্নিত করার অর্থ কি শুধুই অসাবধানতা, নাকি এর পেছনে কোনও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে? ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন, বিশিষ্ট নাগরিক ও শিক্ষামহল মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত দিল্লি পুলিশের তরফে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরেও বিতর্কের ঝড় উঠতে শুরু করেছে।

যদিও রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, 'এই রাজ্য থেকে যে সকল পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করছেন, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার যে সকল মুসলিম ভাইয়েরা আছেন, তাঁরাই এখন ওই এলাকায় যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আছে, তার তথ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে দিচ্ছে। আর আমাদের এই বিষয়ে অবস্থান খুব স্পষ্ট।'

দিল্লির কৌশল নির্ধারণে দুই শিবিরের সাংসদরা

আজ ভার্চুয়াল বৈঠক মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ সোমবার দলের বিকেলে সব সাংসদদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এবং এতে লোকসভা ও রাজ্যসভার সমস্ত তৃণমূল সাংসদদের উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য, সংসদে দলের অবস্থান ও রণকৌশল স্পষ্ট করা। সূত্রের খবর, কোন কোন ইস্যুতে তৃণমূল সরব হবে, কী ভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানো হবে এবং কোন কৌশলে বিরোধী ঐক্য মজবুত করা হবে, সেই সংক্রান্ত বার্তা দিতে পারেন দলনেত্রী। চলতি সংসদীয় অধিবেশনের মধ্যেই এই বৈঠক রাজনৈতিক দিক থেকে একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক হিসেবে তৃণমূল এখন জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেই কারণে সংসদে কক্ষ সমন্বয়, যৌথ প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে সমবেত বিরোধিতার রূপরেখা এই বৈঠকে উঠে আসতে পারে। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে সংসদে শেষ অধিবেশনগুলোর একটিতে মমতার এই উদ্যোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। এখন দেখার, দলনেত্রীর নির্দেশে কী ভাবে সংসদে নতুন রণনীতিতে পথে নামে তৃণমূল।

চলতি অধিবেশনের শুরু থেকেই তৃণমূল বিশেষ ভাবে সোচ্চার হয়েছে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর) নিয়ে। বিরোধীদের একাংশ এই প্রক্রিয়াকে ভোটার তালিকা থেকে বিরোধী ভোটারদের বাদ দেওয়ার 'ষড়যন্ত্র' বলে মনে করছেন। এই

বিষয়গুলি নিয়ে কী ভাবে সংসদে আরও জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করতে হবে, সে বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারেন মমতা। বৈঠকে আলোচনার অন্যতম বিষয় হতে চলেছে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ ও অবহেলা এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাও। বিশেষ করে,উত্তর ভারতের বেশ কিছু এলাকায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর এই বিষয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। এই বিষয়গুলো নিয়ে কী ভাবে সংসদ ও বাইরে সুর চড়ানো যায়, তা নিয়ে সোমবারের বৈঠকে পরামর্শ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল মনে করছে, বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ না হলে সংসদে এসআইআর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রকে চাপে ফেলা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি লোকসভায় এই প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং শনিবার বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছেন, তাঁর নিজের নামই বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে। যদিও কমিশনের তরফে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এসআইআর বিষয়ে সংসদের দুই কক্ষে আগামী সপ্তাহে আলোড়ন হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। মমতার পরামর্শে ৮ অগস্ট, শুক্রবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাও করতে চলেছে বিরোধীরা।

আজ শমীকরা শাহ-সাক্ষাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলের লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদদের নিয়ে যে দিন ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক সে দিনই দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ বাংলার বিজেপি সাংসদরা। রবিবার শাহের সঙ্গে বৈঠকের কথা জানান রাজ্য বিজেপির সভাপতি। কী নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হবে, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে বিজেপির অন্দরে। সূত্রের খবর, শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়ে সময় চাওয়া হয়েছিল বঙ্গ বিজেপির তরফে। সোমবার সেই বৈঠক হওয়ার কথা। বৈঠকে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভা এবং লোকসভার বিজেপির সাংসদেরা। আলোচনায় উঠে আসতে পারে আরজি করে ধর্ষণ এবং খুন প্রসঙ্গও। রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন শমীক।

কেন শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়ে সময় চাওয়া হল? বিজেপি সূত্রে খবর, সংসদে অধিবেশন চলছে। প্রায় প্রতি দিনই তৃণমূলের সাংসদরা সংসদের দুই কক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নানা বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হচ্ছেন। কখনও 'ভাষা বিতর্ক', আবার কখনও নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর) নিয়ে কেন্দ্রকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন তৃণমূলের সাংসদরা। সেই সব প্রশ্নের পালটা জবাব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। কিন্তু প্রতি দিন বাংলার বিজেপি সাংসদদের জন্য সময় বরাদ্দ থাকে না। বক্তা তালিকায় রোজ বঙ্গ বিজেপির সাংসদদের নামও থাকে না। ফলে তৃণমূল যে সব অভিযোগ তুলছে, তার জবাব দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না!

সংসদে কে বলবেন, কবে বলবেন তা ঠিক হয় বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তরে। বক্তাদের তালিকায় বঙ্গ বিজেপির সাংসদদের নাম প্রত্যেক দিন থাকে না। সূত্রের খবর, সামনেই

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে মাথায় রেখে সংসদে তৃণমূল সাংসদদের তোলা অভিযোগের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন বঙ্গ বিজেপির সাংসদরা, এমনই দাবি সূত্রের।

এছাড়াও, এসআইআর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মমতা এবং তৃণমূলের অন্য নেতা-নেত্রীরা মনে করছেন, এই প্রক্রিয়া ভোটার তালিকা থেকে বিরোধী ভোটারদের বাদ দেওয়ার 'ষড়যন্ত্র'! শুধু তা-ই নয়, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা ভিন রাজ্যে বিশেষত বিজেপি-শাসিত রাজ্যে গিয়ে আক্রান্তের শিকার হচ্ছেন, এমন অভিযোগ তুলে তৃণমূল বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই সব বিষয় নিয়ে সবিস্তারে শাহকে জানানো হতে পারে সোমবারের বৈঠকে। কোন কোন বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে, তা নিয়ে রবিবার বিকেল পর্যন্ত বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট কিছু জানাননি। তবে শমীক জানিয়েছেন, সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হবে শাহের সঙ্গে। পাশাপাশি, আরজি কর-কাণ্ডে নিহত মহিলা চিকিৎসকের পরিবারের দাবি-দাওয়ার কথাও শাহকে বলবেন বলে জানান শমীক। তাঁর কথায়, 'আরজি করে নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আগামী ৯ অগস্ট একটি প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছেন তাঁরা। সেই বিষয়ে আমাদের জানাতে এসেছিলেন এবং আরও কিছু বলেন।'

কল্যাণকে 'শুয়োর' বলে তির মহুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের অন্দরে ফের দগদগে হয়ে উঠল পুরনো ক্ষত। শ্রীরামপুরের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক ভাষায় আক্রমণ করলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শনিবার এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে মহুয়া বলেন, 'আমি শুয়োরদের সঙ্গে কুস্তি করব না।' তাঁর এই মন্তব্য যে সরাসরি কল্যাণের উদ্দেশেই, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। মহুয়ার দাবি, কল্যাণের মতো 'নারীবিদ্বেষী' এবং 'যৌন-অসুখী' সহকর্মীরা এখনও দলে থেকে যাচ্ছেন, কারণ, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সহ্য করে চলেছেন। তবে সময় এলে তিনি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানান মহুয়া। কল্যাণ অবশ্য মহুয়ার বিরুদ্ধে পালটা কিছু বলেননি। বরং জানান, দলীয় নেতৃত্বকে সব জানিয়েছেন, নেতৃত্ব যা বলবে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ করবেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, সোমবার দলের সাংসদদের সঙ্গে মমতার ভার্চুয়াল বৈঠক রয়েছে। মহুয়া ও কল্যাণ দু'জনেই তাতে অংশ নেবেন। ফলে ফের প্রকাশ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের আশঙ্কা প্রবল। রাজনৈতিক মহলের মতে, মহুয়ার ভাষা ও কল্যাণের নীরবতা- উভয়ই দলীয় শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলছে। এর ফলে তৃণমূলের ভাবমূর্তিও ধাক্কা খাচ্ছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

তেজস্বীর জোড়া ভোটার কার্ড, নোটিশ ধরাল নির্বাচন কমিশন

পাটনা, ৩ অগস্ট: সাংবাদিক বৈঠকে যে ভোটার কার্ড দেখিয়েছিলেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব, সেই কার্ডের কোনও অস্তিত্বই নেই! ওই এপিক নম্বরের কোনও ভোটার কার্ডই নেই বলে জানিয়ে লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বীকে নোটিস ধরাল নির্বাচন কমিশন। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে বিতর্কের আবহে শনিবার তেজস্বী দাবি করেছিলেন, খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁর নামই নেই। তাঁর নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি ভোটে লড়বেনই বা কী করে, আর ভোটই বা দেবেন কী করে!

কমিশন অবশ্য তার কিছু ক্ষণের মধ্যেই তেজস্বীর অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। তেজস্বী সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, তাঁর ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর আরএবি২৯১৬১২০। কিন্তু কমিশনের বক্তব্য, তেজস্বীর এপিক নম্বর আরএবি০৪৫৬২২৮। ২০৪ নম্বর বুথকেন্দ্রের (বিহার অ্যানিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি বিল্ডিং) ক্রমিক নম্বর ৪১৬-তে বিহারের বিরোধী দলনেতার নাম রয়েছে। রবিবার কমিশন তেজস্বীকে যে নোটিস ধরিয়েছে, তাতে সে কথাই বলা হয়েছে। তেজস্বী যে ভোটার কার্ড প্রকাশ্যে এনেছিলেন, তা-ও দেখতে চেয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন বলেছে, 'প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, এপিক নম্বর আরএবি২৯১৬১২০ কমিশনের কাছে নথিভুক্তই নয়। তাই আপনি দয়া করে আপনার ভোটার কার্ডটি আমাদের পাঠান, যে ভোটার কার্ডটি আপনি সংবাদমাধ্যমে দেখিয়েছিলেন। তা হলে আমরা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে পারি।'

প্রসঙ্গত, কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর-এর প্রথম পর্বের শেষে বিহারে খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ গিয়েছে ৬৫ লক্ষের বেশি নাম। তার পরে প্রথম ২৪ ঘণ্টায় রাজ্য জুড়ে কোনও আপত্তি বা আবেদন জমা পড়েনি। রবিবার দুপুর পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলই বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও অভিযোগ কমিশনকে জানায়নি। তেজস্বী নিজের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুললেও তা নিয়ে তিনি বা তাঁর দল আরজেডিও এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানায়নি। স্বীকৃত ১২টি দলের মোট এক লক্ষ ৬০ হাজার ৮১৩ জন বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) কেউই প্রথম ২৪ ঘণ্টায় কোনও অভিযোগ-আবেদন করেননি। যদিও এই সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন বা বাদ দেওয়া সংক্রান্ত ৯৪১টি অভিযোগ পেয়েছে কমিশন। তবে কমিশনের দাবি, সেগুলি সবই ব্যক্তিগত স্তরে জমা পড়েছে। কোনও রাজনৈতিক দল থেকে অভিযোগ তারা পায়নি। খসড়া তালিকা শুক্রবার ওয়েবসাইটে উঠে যাওয়ার পরে আগামী ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপত্তি বা আবেদন জানানো যাবে। এই প্রক্রিয়ার সুবিধার জন্য রাজ্যজুড়ে বিশেষ শিবির খুলেছে কমিশন। নতুন ভোটারদের আবেদন করার ব্যবস্থাও রয়েছে। এসআইআর সম্পূর্ণ হলে ভোটার তালিকা ধরে নতুন পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

> **প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, এপিক নম্বর আরএবি২৯১৬১২০ কমিশনের কাছে নথিভুক্তই নয়। তাই আপনি দয়া করে আপনার ভোটার কার্ডটি আমাদের পাঠান, যে ভোটার কার্ডটি আপনি সংবাদমাধ্যমে দেখিয়েছিলেন। তা হলে আমরা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে পারি।**
>
> **— নির্বাচন কমিশন**

> **নির্বাচন কমিশন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের দু'টি ভিন্ন এপিক নম্বর থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর তাঁকে নোটিশ জারি করেছে। কমিশন তাকে আরও তদন্তের জন্য কার্ডটি জমা দিতে বলেছে। বিহারের একজন প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর দুটি এপিক কার্ড থাকা একটি ফৌজদারি অপরাধ এবং অবিলম্বে একটি এফআইআর দায়ের করতে হবে।'**
>
> **— অমিত মালব্য**

আবাস-বঞ্চিত পদ্মশ্রী দুখু মাঝির পাশে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'একটি গাছ, একটি প্রাণ'- এই বার্তা নিয়ে পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে দেশজুড়ে নজর কেড়েছিলেন পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি দুখু মাঝি। তাঁর সেই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পেয়েছিলেন পদ্মশ্রী সম্মান। অথচ বর্তমানে প্রবল বর্ষণের মধ্যে জরাজীর্ণ একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। কারণ, তাঁর নাম নেই আবাস যোজনার তালিকায়।

এই পরিস্থিতিতে মোবাইল ফোনে ভিডিও কলে সরাসরি দুখু মাঝির সঙ্গে যোগাযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা

শুভেন্দু অধিকারী। কথোপকথনের সময় দুখু মাঝির কষ্টের কথা শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, 'যিনি 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' বার্তাকে বাস্তবের রূপ দিয়েছিলেন, তিনি আজ নিজেই গৃহহীন। এই রাজ্যে এটাই কি প্রকৃত পুরস্কারের পরিণতি? তাঁর অপরাধ কী? তিনি কি আদিবাসী বলেই তৃণমূল সরকার তাঁকে আবাস যোজনার বাইরে রেখে দিয়েছে?'

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার ও বাস্তবের মধ্যে তীব্র ফারাক রয়েছে। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেন জঙ্গলমহল হাসছে। কিন্তু আমরা দেখছি, সেই হাসি আসলে জঙ্গলমহলে বেড়াতে যাওয়া তৃণমূল নেতাদের মুখে। দুখু মাঝির মতো প্রকৃত মানুষেরা আজও বঞ্চিত, অবহেলিত।' স্থানীয় সূত্রের খবর, দুখু মাঝির মতো বহু আদিবাসী ও পরিবেশকর্মী আজও প্রশাসনিক স্বীকৃতি পেলেও, জীবনযাত্রার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে এই ঘটনা ফের একবার রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণমূলক নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

বাংলার ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ঠাসা, মুসলিম তোষণের ফলেই পিছিয়ে যাচ্ছে সমাজ: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ভোটার তালিকায় 'মৃতদেরও' নাম রয়েছে, যারা স্বর্গ থেকে ফিরে এসে ভোট দেয়! বাংলায় ভোটার তালিকা মানেই তৃণমূলের কারচুপি, বিস্ফোরক অভিযোগ বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সনাতন ধর্ম বলে মহালয়ার দিন পিতৃরা জল নিতে আসেন। কিন্তু বাংলার নির্বাচনের সময় তাঁরা ভোট দিতেও ফিরে আসেন! তৃণমূলের ভোটব্যাংকে মৃতরাও যেমন আসেন। তাঁর আরও অভিযোগ, বাংলার মিথ্যে ভোটাররা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই রয়েছেন। যদি ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ পড়ে, তাহলে তৃণমূল শেষ হয়ে যাবে বলে দাবি করেন সুকান্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর তোষণনীতি প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, তোষণের রাজনীতির কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নয়ন হয় না। ধর্ম আর সংস্কৃতিকে পুঁজি করে ভোট নেওয়া হয়। কিন্তু তাতে আইআইটি বা নিটে ক'জন মুসলিম ছাত্র সুযোগ পেল, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। মুসলিমদের বিজ্ঞানী হতে হলে পড়াশোনার সুযোগ দিতে হবে, ধর্ম দিয়ে নয়।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই বাংলায় অশান্তি বাড়ছে। বাংলাদেশের রাজনীতি এখন বাংলায় চলে এসেছে, বলেন সুকান্ত।

একাধিকবার বিরক্তি প্রকাশ করে

তিনি বলেন, সব জায়গায় শুধু খাওয়া-দাওয়া আর হুল্লোড়। এই হল তৃণমূলের সংস্কৃতি। এখন বাংলায় সরকারই অস্থির। কোথায় যাবে, কেউ জানে না। খুব শিগগিরই আমরা ওদের নাচ-গান বন্ধ করব। বিজেপির কৌশল তৈরি।

সিএএ প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হিন্দু যাঁরা এসেছেন, তাঁদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতেই সিএএ চালু করা হয়েছে। কেউ প্রয়োজনে ফর্ম পূরণে অসুবিধায় পড়লে বিজেপি পাশে থাকবে। কোনো হিন্দু বাদ যাবেন না। পুরনো একটি ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০০২-০৩ সালে একবার ২০ লক্ষ হিন্দু ভোটার বাদ গিয়েছিল। এবার সেই চেষ্টা ফের হচ্ছে। এবারও আমরা তা হতে দেব না। সর্বশেষে বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, বাংলার নাগরিকদের নাম যেন ভোটার তালিকায় থেকে যায়, সেটা আমরা নিশ্চিত করব। বাংলায় সরকার আছে, ঠিক আছে, কিন্তু এই সরকার বেশিদিন টিকবে না। বাংলার মানুষ উত্তর দেবে।

ভাঙড়ে জমি নিয়ে উত্তাল গ্রামাঞ্চল, কাঁটাতারে ঘিরে জমি দখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাঙড়ে জমি জবরদখল ঘিরে ফের উত্তাল পরিস্থিতি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকার তাড়দহ কাপাসাইট মৌজায় একাধিক কৃষিজমি জোর করে দখল করে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে এক বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী রাকেশ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে মাস্তান বাহিনী কৃষকদের জমিতে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

রবিবার থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান ক্ষুব্ধ চাষিরা। কৃষক কমল মণ্ডলের অভিযোগ, আমাদের টাকার অফার দেওয়া হলেও জমি বিক্রি করব না। কৃষক ভিলে নস্করের ভাষায়, মুণ্ড কেটে নিলেও জমি ছাড়ব না। প্রশাসনের তরফে কয়েক দফা বৈঠক হলেও কোনও সমাধান মেলেনি।

এদিকে বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এই ঘটনায় তৃণমূল সরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে বলেন, তৃণমূল শাসনে জমি দখল এখন নিত্য ঘটনা। সাধারণ কৃষকদের জমি কাঁটাতারে ঘিরে দখল করছে শাসক নেতারা। প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যপাল অনুমোদিত পাট্টার জমি কীভাবে সংস্থার হাতে যাচ্ছে? জমির দখলদারিতে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে ভাঙড়।

কিংস রোডে জলনিকাশি ও সড়ক সমস্যায় গণস্বাক্ষর অভিযান, প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলজমার সমস্যায় অতিষ্ঠ হয়ে রবিবার হাওড়ার কিংস রোড এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নামলেন গণস্বাক্ষর অভিযানে। সকাল থেকে বৃষ্টির মধ্যেই পথসভা করে তাঁরা জানান, কিংস রোড, রোজ মেরি লেন, জিটি রোড, ডবসন রোড ও গোলমোহর এলাকার একমাত্র ভূগর্ভস্থ নালার নব্যীকরণ, সড়ক নির্মাণ ও পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই।

আয়োজক উমেশ রায়ের অভিযোগ, উত্তর হাওড়ার বিধায়ক ও পুরসভার পরিচ্ছন্নতা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত গৌতম চৌধুরী দীর্ঘদিন দায়িত্বে থেকেও জলনিকাশির অবস্থা আরও খারাপ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে বাসিন্দারা বলেন, ২০২২ সালে কিংস

রোডের জন্য বরাদ্দ দেড় কোটি টাকার রাস্তা ও নালা নির্মাণ প্রকল্পের অডিট করতে হবে।

অভিযোগ, ৭ কোটি টাকায় ড্রেন মেরামতির ভুয়ো খবর ছড়িয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক। আগামী এক মাসে প্রকল্প গ্রহণ না হলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

সুরের শরীর গড়ে ওঠে যেখানে, হাওড়ার দাদপুর যেন এক জীবন্ত তানপুরা!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

সুর নয়, এ যেন অস্তিত্ব। যেখানে একফালি লাউয়ের খোলক আর কাঠের দণ্ডে ফুটে ওঠে সূর্য বা পদ্মফুলের নকশা, সেখানে নিছক বাদ্যযন্ত্র নয়; জন্ম নেয় এক এক সত্ত্বা। হাওড়ার দাদপুর গ্রাম তেমনই এক সুরভরা কারিগরি জনপদ, যেখানে শতাধী পেরনো শিল্প আজও নিঃশধে বেঁচে আছে। দাদপুরের উঠোনজুড়ে শিল্পের পাঠশালা, এই গ্রামের প্রতিটি উঠোন যেন এক একটি ক্ষুদ্র শিল্পশালা। লাউ, কাঠ, ছেনি, তুলো, রং; সবকিছুই রয়েছে হাতে হাতে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে নিযুক্ত তানপুরা, সেতার, সরোদ, সুরবাহার তৈরির কাজে। ফ্রেট বসানো থেকে কাঠ পালিশ, দড়ি বাঁধা থেকে গলার নকশা; প্রত্যেকেই নিজের কাজে নিষ্ঠ।

এত শুধু যন্ত্র নয়, জন্ম হয় শিল্প সত্ত্বার। প্রায় দেড়শো পরিবার এই শিল্পে যুক্ত। ৬-৮টি ক্ষুদ্র কারখানায় তন্নিষ্ঠ কর্মযজ্ঞ। এক একটি যন্ত্র

তৈরিতে জড়িয়ে থাকেন ৬-৭ জন কারিগর। কলকাতা থেকে আসে কাঠ, উদয়নারায়ণপুরের জয়নগর, পালিয়াড়া ও হুগলি থেকে আসে তানপুরার প্রাণ; লাউ।

দেশ পেরিয়ে বিদেশে সুরের যাত্রা হলেও নিঃশধ শিল্পীরা। দাদপুরের তৈরি যন্ত্র পৌঁছে যাচ্ছে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, এমনকী জাপান, জার্মানি, আমেরিকাতেও। কেউ কেউ আসেন নিজের চোখে দেখতে; কীভাবে একখানা যন্ত্রে প্রাণ পড়ে। হারিয়ে যান গ্রামের গলিতে, শিল্পের নিঃশধ জগতে।

সাড়া ফেলে যায় মঞ্চে, যদিও নিঃশধ থাকে দাদপুর। বেশিরভাগ শহরের মানুষ হয়তো এই গ্রামের নাম শোনেননি। কিন্তু কোনও বিখ্যাত শিল্পীর কোলে যখন একখানা দাদপুরের তানপুরা উঠে আসে, তখন তার সুরে বাজে এই গ্রামের গল্প।

তবে কি ভবিষ্যতের সুর স্তব্ধ হয়ে যাবে? এই শিল্পেরও বয়স হচ্ছে। তরুণরা শহরে পাড়ি দিচ্ছেন। কেউ কেউ ভয় পাচ্ছেন; এই শিল্প কি থাকবে? এক বৃদ্ধ কারিগর বলছিলেন, আমরা তো করে যাচ্ছি। কিন্তু কেউ যদি ধরে না রাখে, তাহলে এই সুর থেমে যাবে। তখন দাদপুর শুধু নাম থাকবে, শধ থাকবে না।

এ যেন কোনও শিল্প নয়, এ এক লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ শুধু বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ নয়; এ এক অস্তিত্বের লড়াই। সুরই যেখানে জীবন, শিল্পই যেখানে শিকড়। দাদপুর যেন সেই নিঃশধ সংগ্রামের এক জীবন্ত তানপুরা; যার প্রতিটি তারে এখনও বাজে বাংলার হৃদস্পন্দন।

বিধাননগর আইবি ব্লকে কঙ্কালসার রাস্তার হাল।

বাংলাদেশি বলে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তার প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা মোর্চার অবস্থান বিক্ষোভ।

ডিজিটাল টিকিটে উৎসাহ বাড়াতে ইউটিএস অ্যাপ প্রচারে জোর হাওড়া ডিভিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিকিট কাটা আরও সহজ ও দ্রুত করতে ইউটিএস মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারে যাত্রীদের উৎসাহ দিতে সক্রিয় হল হাওড়া ডিভিশন। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার ও সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার রাহুল রঞ্জনের নেতৃত্বে এই প্রচার শুরু হয়েছে।

১ অগস্ট একাধিক স্টেশনে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হয়। ডানকুনি, বারুইপাড়া, খাগড়াঘাট, শেওড়াফুলি, রামপুরহাট ও পাকুড় সহ বহু স্টেশনে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্য বিভাগের কর্মীরা। ইউটিএস অ্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করতে হয়, কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা হাতে-কলমে দেখানো হয়।

মোবাইল থেকে সরাসরি অনারক্ষিত টিকিট, সিজন টিকিট ও প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটার সুবিধা মিলবে ইউটিএস অ্যাপে। ফলে টিকিট কাউন্টারে ভিড় কমবে, কাগজ ও নগদ টাকার ব্যবহার ছাড়াই যাত্রা হবে অনেক সুষ্ঠু ও পরিবেশবান্ধব।

পূর্ব রেল জানাচ্ছে, রেলের ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্যে এই প্রচার চালানো হচ্ছে। যাত্রীদের অনুরোধ, ঝঞ্ঝাটহীন ও দ্রুত যাত্রার স্বার্থে ইউটিএস অ্যাপ ব্যবহার করুন এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলুন।

স্বাধীনতা দিবসের আগেই বাংলায় প্রথম এসি লোকাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বই ও চেন্নাইয়ের পর এবার কলকাতায় শুরু হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম এসি লোকাল ট্রেন পরিষেবা। পূর্ব রেলের উদ্যোগে আগামী রবিবার শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর শাখায় চালু হবে এই নতুন ট্রেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে শিয়ালদহ স্টেশনে, যেখানে উপস্থিত থাকবেন দুই সাংসদ। রেলমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হতে পারেন বলেও সূত্রের খবর।

চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি এই ১২-কোচের রেকে থাকছে আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন জিপিএস নির্ভর ঘোষণাপদ্ধতি ও মেট্রোর মতো স্বয়ংক্রিয় দরজা। প্রাথমিকভাবে একটি রুটে চালিয়ে যাত্রী সাড়া ও অপারেশনাল কার্যকারিতা যাচাই করা হবে। ভাড়া অন্যান্য লোকালের তুলনায় বেশি। শিয়ালদহ থেকে দমদম ২৯ টাকা, ব্যারাকপুর ৫৬ টাকা ও কৃষ্ণনগর ১৩২ টাকা ধার্য করা হয়েছে। থাকবে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক টিকিটের ব্যবস্থাও। এসি লোকাল চালু হলে শহরতলি রেল যাত্রা যেমন আরামদায়ক হবে, তেমনই প্রযুক্তিগত দিক থেকেও তা এক বড় অগ্রগতি বলেই মনে করছে পূর্ব রেল।

দাবি না মানা হলে শাসক দলের হয়ে মাঠে নয়, হুঁশিয়ারি ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের

বিপ্লব চক্রবর্তী

এবারে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের উপরে চাপ বাড়াচ্ছে ইমাম ও মুয়াজ্জিনরা। সুযোগ সুবিধা না দিলে আর ভোটের প্রচারে যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন তাঁরা।

শনিবার অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানায়। তাদের দাবি, মুয়াজ্জিন ও ইমাম ভাতা বাড়িয়ে অবিলম্বে তিনহাজার ও পাঁচ হাজার টাকা করতে হবে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন মসজিদের সহেগ যুক্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতা মাসে ৫০০ টাকা বাড়িয়েছিলেন। এরপর ইমামরা বর্তমানে মাসিক তিনহাজার টাকা ভাতা এবং মুয়াজ্জিনরা মাসে দেড়হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু এই টাকা যথেষ্ট না বলেই জানান তারা। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচারের জন্য মিটিং করা ও কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়েই এই টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভাতা বৃদ্ধি না করলে আর সরকারের পাশে থাকতে পারবেন না তারা। কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ার দিয়ে রাখল ইমাম মুয়াজ্জিনদের এই সংগঠন। এছাড়াও ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচনে ৫১ টা আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে প্রার্থী করার দাবি জানিয়েছেন তারা। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএসএফ মিলিয়ে মোট ৪৪ জন বিধায়ক রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। এবারে সমস্ত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিধানসভা অর্থাৎ ৫১ টাতেই মুসলিম প্রার্থী চান তারা।

অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সাবির ওয়ার্সি বলেন, আমাদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সংগঠনের সঙ্গে আইপ্যাক বৈঠক করেছে। ২০২৬-র নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে আমরা আমাদের দাবিগুলো আইপ্যাককেও জানিয়েছি। বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের দাবি মেটাতে হবে। যদি দাবি না মেটে তাহলে আমরা শাসক দলের হয়ে মাঠে নামব না। সাবির সাহেব আরও বলেন, আমরা আশা রাখছি, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবি মানবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জ্যোতিষ

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

নাম-পদবী

আমি ASLAM MALLICK পিতা- RASID MALLICK ঠিকানা- গ্রাম ও পোস্ট-সোনাতলা, থানা- উদয়নারায়নপুর, জেলা-হাওড়া মহামান্য আমতা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে জানাচ্ছি যে আমার পিতা RASHID MALLICK এর নাম আধার কার্ড (নং -470353680737), ডেথ সার্টিফিকেট (নং -D/2023/243458,তাং- 28/04/2023) রয়েছে। এছাড়া আমার PAN -নং -CQPPM 2795B), আধার কার্ড (নং -71307355182866), EPIC (no.-XHS1473750) রয়েছে। কিন্তু আমার মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন (নং-2111- 195736) এডমিট কার্ড (রোল- C48371G, নং -0076) ভুলবশত বাবার নাম স্থলে RASHID MALLICK রয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, RASID MALLICK এবং RASHID MALLICK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা আগস্ট, সোম বার। ১৮ ই শ্রাবন । দশমী সকাল ১০/৮ মিঃ পর পুত্রদা একাদশী তিথি মুহূর্ত।জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(শ্রীশ্রী কৃষ্ণের ইন্দ্রাদীদেব বিহীত ঝুলন যাত্রা আরম্ভ।
শ্রীশ্রী মা চন্ডী, পাঠক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

NOTICE

Central Pathology of 104 B.L. Chatterjee Road, P.O. Krishnagar, Dist. Nadia has now been converted into Limited Liability Partnership (LLP) under the name NEW C.P. Diagnostic LLP.

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Bijay Kumar Kar S/o Lt. Dinesh Chandra Kar, 2). Subhadeep Pradhan S/o Tarunkanti Pradhan, 3). Kaberi Ghosh W/o Lt. Amarkanti Ghosh, 4). Gurdeep Singh S/o Lt Sohan Singh, 5). Sulata Pradhan W/o Tarunkanti Pradhan executed General Power of Attorney in respect of 5 Dec. property, vide Deed No IV-202/2015 on 06/10/15 at Kharagpur A.D.S.R in favour of 1). Santosh Kumar Singh S/o Lt Ramprebesh Singh in respect of 5 Dec. property, R.S. Plot No. 123, Khatian No. 2019 to 2023 L.R. & RS-48, J.L. No. 311, Mouza- Kaushally, P.S.- KGP(T), Dist -Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 5 Dec. area of the said property to **Alpana Mondal** W/o Lt. Sisir Kumar Mondal R/o Rly. Qtr. No.- S/1/14, Unit-10, South Development, P.O. : KGP, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-5785/15 on 09/11/2015 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he / she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his / her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

LEGAL NOTICE

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ **A) অজয় কুন্ডু** পিতা গোপাল কুন্ডু সাকিম কদমাঘাটি, ছাতারকানালী,বাঁকুড়া, **B) গৌতম ঘোষ** পিতা ফটিক ঘোষ সাকিম হীরাপুর ওন্দা বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ৩১৮৭/২১ ৩২৪৮/২১, ৪৪৬৮/২৫, 4469/25 নং কোবালা দলিল মূলে ১) **শ্রী সুনীল কুমার সিংহ ওরফে সুনীল সিংহ** পিতা জ্ঞানেন্দ্র মোহন সিংহ, **২) শ্রী সুশান্ত কুমার সিংহ ওরফে সুশান্ত সিংহ** পিতা জ্ঞানেন্দ্র নাথ সিংহ সাকিম বিকনা, কেশিয়াকোল,বাঁকুড়া **৩)শ্রীমত্যা মীরারানী সিংহ ওরফে মীরাবালা সিংহ** স্বামী স্বর্গীয় ধীর নারায়ন সিংহ ওরফে ভোলানাথ সিংহ সাকিম ভৈরবপুর, অমরকানন, গঙ্গাজলঘাটী, বাঁকুড়া। **৪) শ্রী বিদ্যুৎ সিংহ ৫) শ্রী প্রদ্যুৎ সিংহ ৬) শ্রী সোমনাথ সিংহ** সর্ব্বপিতা শিশির সিংহ **৭) শ্রীমত্যা শেফালী সিংহ** স্বামী 'শিশির সিংহ, **৮) শ্রী শঙ্করদাস সিংহ ওরফে শঙ্কর সিংহ** পিতা জনেন্দ্রনাথ সিংহ গৃহস্থালী, সর্ব্বসাকিম বিকনা, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া উক্ত দাতার পক্ষে বাঁকুড়া A.D.SR অফিসের ০৩৬১/১৯, ২৩০০/২০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **শ্রী সোমনাথ কাপড়ী,** পিতা জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে বাঁকুড়া, বিকনা মৌজায় (জে.এল-২৩৫) ৫০১ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৭১৮ নং দাগে মোট ০.২১ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন এবং মোবারকপুর মৌজায় (জে.এল-২৩৪) ২৬৮, ২৯৬, ৩৩৮, ৩২৯, ৩৭৭, ৩৮৪ খতিয়ানভুক্ত হাল ১৭,১৮,৫২ নং দাগে মোট ০.৩০ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & LR.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ধন্যবাদান্তে
Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে রাজেশ রায়, পিতা নিমাই চন্দ্র রায়, সাকিম-ছাগুলিয়া, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া সামীল ১৯৬ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট জগদ্দল্লা মৌজা স্থিত হাল এল.আর মাপে ৩৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ৬৪৯ নং দাগে ৩০ শতক জমিন ১) বিশ্বনাথ শীট, ২) প্রদীপ কুমার শীট, ৩) রঞ্জিত কুমার শীট সর্ব্বপিতা- ৺অশ্বিনী কুমার শীট, ৪) শ্যামলী শীট, স্বামী জয়দেব শীট, ৫) দীপালি পাল স্বামী হেমন্ত পাল, ৬) মিতালী কুন্ডু স্বামী কাজল কুন্ডু, ৭) গীতারনী শীট স্বামী ৺অশ্বিনী কুমার শীট, এর নিকট বাঁকুড়া ডি.এস.আর অফিসের রেজিঃ ১ নং বহির ৩৩১৮/২০১২ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতাপক্ষে বাঁকুড়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিঃ ১২.০৪.২০১১ তারিখে ৪ নং বহির ৯০ নং আমমোক্তার নামা মূলে ১) গীতারানী শীট স্বামী ৺অশ্বিনী কুমার শীট, কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল & এল আর ও ১ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করাইবেন।
Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judge's Court, Bankura, Enrolment No: F-684/2009

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে রেখা চক্রবর্তী, স্বামী উত্তম কুমার চক্রবর্তী সাকিম-নূতনডি, থানা- ইন্দপুর, জেলা- বাঁকুড়া সামীল ১৯৬ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট জগদ্দল্লা মৌজা স্থিত হাল এল.আর মাপে ৩৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ৬৪৭ নং দাগে ৩৩ শতক জমিন ১) বিশ্বনাথ শীট, ২) প্রদীপ কুমার শীট, ৩) রঞ্জিত কুমার শীট সর্ব্বপিতা- ৺অশ্বিনী কুমার শীট, ৪) শ্যামলী শীট, স্বামী জয়দেব শীট, ৫) দীপালি পাল স্বামী হেমন্ত পাল, ৬) মিতালী কুন্ডু স্বামী কাজল কুন্ডু, ৭) গীতারনী শীট স্বামী ৺অশ্বিনী কুমার শীট, এর নিকট বাঁকুড়া ডি.এস.আর অফিসের রেজিঃ ১ নং বহির ৩৩১৬/২০১২ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতাপক্ষে বাঁকুড়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিঃ ১২.০৪.২০১১ তারিখে ৪ নং বহির ৯০ নং আমমোক্তার নামা মূলে ১) গীতারানী শীট স্বামী ৺অশ্বিনী কুমার শীট, কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল & এল আর ও ১ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করাইবেন।
Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judge's Court, Bankura, Enrolment No: F-684/2009

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অভয়ার মৃত্যু শুধু অপরাধ নয়

প্রমাণ লোপাটের ষড়যন্ত্র

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৯ অগস্ট নবান্ন অভিযানের দিনেই এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে অভয়া কাণ্ডের রহস্যমৃত্যুর। তার ঠিক আগে, রবিবার এই ঘটনা ও আসন্ন নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, একজন নারী বলেই প্রমাণ লোপাট থেকে শুরু করে ঘটনাস্থল বদলে দেওয়া হয়েছে, যাতে ন্যায়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

অভয়ার মৃত্যুকে 'প্রতিষ্ঠানিক খুন' বলেই দাবি করে শমীকবাবুর বক্তব্য, যদি অভয়ার পরিবর্তে কোনও পুরুষ হত, তাহলে তাকেও খুন হতে হত। কিন্তু যেহেতু তিনি একজন নারী; আর সেই কারণেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অথচ সেই প্রমাণগুলোই আজ আর নেই। সেগুলো পরিকল্পিতভাবে লোপাট করা হয়েছে শাসক দলের নেতৃত্বে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থা নিয়েও কড়া প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ঘটনাস্থল বদলে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে প্রয়োজনীয় সমস্ত জীববৈজ্ঞানিক প্রমাণ; বিশেষ করে ভ্যাজাইনাল সোয়াবের উৎসই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তৃণমূলের তৎপরতায় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, রাতেই হয়ে যায় ময়নাতদন্ত। এমনকী পরিবারের সদস্যদের পর্যন্ত শেষবার দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ তৃণমূল নেতারা সেখানে উপস্থিত থেকে গোটা প্রক্রিয়া তদারকি করেন!

শমীক ভট্টাচার্য আরও জানান, আমি শনিবার অভয়ার মা-বাবার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছি। তাঁদের অভিজ্ঞতা হৃদয়বিদারক। তাঁরা তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তুষ্ট, অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ। তারা আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও দিয়েছেন, যা এখনই প্রকাশ করছি না। তবে তাঁদের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তদন্ত প্রক্রিয়ায়

ন্যূনতম স্বচ্ছতাও নেই। অভয়ার ঘটনায় মানুষ তৃণমূলের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত রাস্তায় নেমেছে, এই প্রতিবাদ কোনও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতিবাদ নয়।

শমীকবাবুর কথায়, অভয়ার মৃত্যু শুধুই একটি পারিবারিক বা রাজনৈতিক ঘটনা নয়; এটা বাংলার মানুষের বিচার পাওয়ার প্রশ্ন। মানুষ বিচার চায়, সত্য জানতে চায়। তারা রাস্তায় নামবে, আমরা বিজেপি তাদের পাশে থাকব। এটা বিরোধিতার প্রশ্ন নয়, এটা ন্যায়ের প্রশ্ন। জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়েই আমরা এগোব।

সবশেষে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই নবান্ন অভিযানের ডাক বিজেপির নয়। অভয়ার মা-বাবাই এই প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন। যদি ন্যায়ের দাবিতে কোনও বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেখানে রাজনৈতিক রং ভুলে, দলমত নির্বিশেষে অংশ নিতে আমরা প্রস্তুত। কারণ এই লড়াই শুধু অভয়ার পরিবারের নয়; এটা গোটা বাংলার মানুষের ন্যায় ও সম্মানের লড়াই।

'অরাজনৈতিক' নবান্ন অভিযানে শাসক দল বাদ, কটাক্ষের মুখে অভয়ার পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গতবছর ৯ অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ; যার উপর ঘটে গিয়েছিল নির্মম নির্যাতন ও খুন। সেই ভয়াবহ ঘটনার এক বছর পূর্ণ হবে আগামী শনিবার। ঠিক সেই দিনেই 'অরাজনৈতিক নবান্ন অভিযান'-এর ডাক দিয়েছেন নিহত চিকিৎসকের মা-বাবা।

শনিবার অভিযানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাতে তাঁরা হাজির হন সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে। নিহত চিকিৎসকের বাবা জানান, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তবে তৃণমূলকে নয়। ওদের রাজনীতি আমাদের ঘৃণার। বিচার চেয়ে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়। তবে তিনি অভিযানে থাকবেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। এই অবস্থানকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, পার্টি অফিসে ঘুরে বেরিয়ে রাজনীতি করবেন না।

এদিন এসইউসিআই দপ্তরেও যান তাঁরা। দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, এই আন্দোলনে তাঁরা পাশে থাকবেন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকেও আহ্বান জানানো হয়েছে। তরুণী চিকিৎসকের হত্যার বর্ষপূর্তির দিন ফের ন্যায়বিচারের দাবি নিয়ে পথে নামছে এই পরিবার; রাজনীতির সব রং ছাপিয়ে।

এনআরসি আতঙ্কে আত্মহত্যা? রিজেন্ট পার্কে ব্যক্তির দেহ উদ্ধারে রহস্য!

বিজেপিকে বিঁধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রিজেন্ট পার্কের আনন্দপল্লি পশ্চিমে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার সকালে নিজের ঘর থেকেই দেহ উদ্ধার হয় দিলীপ সাহার (৫৩)। পেশায় ঢাকুরিয়ার একটি স্কুলের অশিক্ষক কর্মী ছিলেন তিনি। পরিবার সূত্রে দাবি, এনআরসি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কে ভুগছিলেন দিলীপবাবু, সেই ভয় থেকেই আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি।

১৯৭২ সালে ঢাকার নবাবগঞ্জ থেকে কলকাতায় চলে আসেন দিলীপ সাহা। তবে এনআরসি কার্যকর হলে তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে; এই আশঙ্কায় গত এক সপ্তাহ ধরে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছিলেন তিনি। রবিবার সকালে স্ত্রী দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি করলেও সাড়া না মেলায় আত্মীয়দের ডেকে দরজা ভাঙা হয়। তারপরই তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোটও মিলেছে বলে খবর।

এই ঘটনার পরেই তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে লিখেছে, বিজেপির আতঙ্কে আত্মহত্যা করলেন একজন বৈধ নাগরিক। অভিযোগ, বাঙালির

উপর কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার যেভাবে এনআরসির নামে এসআইআর করে ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে;এই ভয়ই তাঁকে শেষ করে দিল।

বিজেপি অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে, পুরোটাই তৃণমূলের সাজানো গল্প। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন ১৯৭২ সালে ওপার বাংলা থেকে এসে বসবাস করা একজন মানুষ বর্তমানে দুটি নতুন প্রজন্মকে নিয়ে থাকবেন। তারা কেন অবৈধ নাগরিক হবেন। আমরা বারবার স্পষ্ট বলছি এই দেশের সকল হিন্দু ও ভারতীয় মুসলিমদের কারোর নাম বাদ যাবে না। বিজেপি তাদের পাশে আছে। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, ব্যক্তিগত বা মানসিক সমস্যাও থাকতে পারে, তদন্ত চলছে সবদিক খতিয়ে দেখেই।

বাংলাদেশ সীমান্ত ঘিরে চরমপন্থার উত্থান ঘটছে

রোহিঙ্গা বসতি ও মৃত ভোটার নিয়ে বিস্ফোরক বিজেপির রাজ্য সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশ সীমান্ত ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় প্রবল উত্তেজনা এবং চরমপন্থার উত্থান ঘটছে; এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশ সীমান্তে সুরক্ষা নিশ্চিত না-হলে কোচবিহার হয়ে উঠবে মৌলবাদের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীন সংগঠন নিজেদের মতাদর্শিক মডিউল তৈরি করছে, যা দেশের স্থিতিশীলতার পক্ষে বিপজ্জনক।

তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করা বহু শ্রমিকের পরিচয়পত্র এখন যাচাই করা হচ্ছে। গৃহকর্মে নিযুক্ত বহু ব্যক্তি, যাঁরা আগে 'সীতা', 'সাবিতা', 'লদী'-র মতো নাম নিয়ে হাতে শাঁখা পলা, লালপাড় শাড়ি পড়ে কাজ করতেন, আজ আর নেই। পরিবর্তে নাম পাল্টে ধর্মীয় পরিচয়ের আড়ালে কাজ করছেন অনুপ্রবেশকারীরা। তাদের ভুয়ো পরিচয়পত্র বারাসাত,

মধ্যমগ্রাম ও শিলিগুড়ির মতো জায়গা থেকে তৈরি করা হয়েছে, আর প্রশাসন তা জেনেও চুপ।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ, কলকাতার কসবায় তৈরি হয়েছে নতুন 'গুলশন কলোনি'। শমীকের প্রশ্ন, ওখানে কারা থাকে? রবীন্দ্রনাথ কি ওদের জন্ম দিয়েছেন? সল্টলেক পুলিশ কমিশনারেটের পিছনে বসে থাকে কারা, পুলিশ চেনে কি? তাঁর মতে, প্রশাসন নীরব, পুলিশ কমিশনারদের কার্যত ক্ষমতাই নেই ওখানে যাওয়ার। তিনি বলেন, যাঁরা চোখে জল নিয়ে দেশ ছেড়ে এসেছে, পরিশ্রম করছে; তাঁরা মর্যাদা পাচ্ছেন না। অথচ রোহিঙ্গাদের জন্য তৎপর এই সরকার। তাঁর দাবি, হিন্দু উদ্বাস্তু ও দেশভক্ত ভারতীয় মুসলমানদের স্পর্শ করার অধিকার কারও নেই, যতদিন বিজেপি আছে। কিন্তু যারা ভারতকে 'দারুল হর্ব' বা 'অপবিত্র' বলে, তাদের ঠাঁই নেই।

শমীক বলেন, ১৯৪৭-এ ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকলে দেশভাগ হতে দিতাম না। কংগ্রেস বাঙালির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তৃণমূল সেই কংগ্রেসেরই ডিএনএ। তাঁর কটাক্ষ, রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রতিবাদ ছিল অস্ত্র, তাঁকেই এখন ভাইপোর পোস্টারে ট্যাগ করা হচ্ছে। নেতাজিকেও উপেক্ষা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শেষে তাঁর মন্তব্য, ভোটার তালিকায় মৃতদের নাম রাখা মানবিকতার অবমাননা। বিজেপি এটা মেনে নেবে না। আমরা মানুষের সরকার গড়তে চাই, কিন্তু মানুষ এখনও ভয় ও বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।

কলকাতায় শতাধিক গাছ কাটার তোড়জোড়, পুরনিগমের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগে মহানগরের রাস্তাঘাট ও জনবহুল এলাকায় প্রায় ১০০টি বড় গাছ কেটে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, এই গাছগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, অনেকগুলিই হেলে পড়েছে, কিছু গাছ পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, আবার কিছু গাছের কাণ্ড ভেতরে থেকে ফাঁপা হয়ে পড়েছে। ফলে, বৃষ্টির দিনে বা ঝড়ের সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই এই সিদ্ধান্ত।

পুরনিগমের উদ্যান বিভাগ ইতিমধ্যেই আটটি বরো এলাকায় গাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ করেছে। সেখানে বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অন্তত ৯০-১০০টি গাছ। এখন বন দপ্তরের কাছে কাটা ও ছাঁটাইয়ের অনুমতি চাওয়া হবে।

তবে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে উঠছে নানা প্রশ্ন। পরিবেশবিজ্ঞানীদের একাংশ বলছেন, গাছ রক্ষণাবেক্ষণে নিয়মিত নজরদারি ও পরিচর্যার অভাবেই এদের মৃত্যু বা দুর্বলতা ঘটেছে।

কবি সুভাষ মেট্রো বন্ধ থাকায় বিপাকে নিউ গড়িয়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার যাত্রীরা: কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নিউ গড়িয়া এবং আশেপাশের বহু মানুষ। অতিবৃষ্টির জেরে পিলারে ফাটল ধরা পড়ায় নিরাপত্তার খাতিরে এই সিদ্ধান্ত, তবে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে নিত্যযাত্রী থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যন্ত সকলকে।

এক সময় যেখানে মেট্রো ধরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছনো ছিল অত্যন্ত সহজ, এখন সেখানে স্কুল-কলেজ বা অফিসে পৌঁছতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে। অটো বা টোটো পরিষেবা থাকলেও যাত্রী চাপ এতটাই বেশি যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। একইসঙ্গে বেড়েছে ভাড়া, পরিবহণ খরচও অনেকটা বাড়তি।

ইয়ে দোস্তি...। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা একে অপরকে রাখি পরিয়ে বন্ধুত্ব দিবস উদ্‌যাপন করলেন।

ছবি: অদিতি সাহা

পাড়ায় সমাধানের বদলে পাড়ার লোকজনকে সাবধান হওয়ার পরামর্শ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল সরকার। ঘাসফুল সরকারের এই কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, রবিবার কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের তরফে ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের কৃতী পড়ুয়াদের প্রতিভা সম্মানে সংবর্ধিত করা হয়। কাঁকিনাড়ার পাল পাড়ায় জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন কৃতী পড়ুয়াদের পাশাপাশি যারা সরকারি চাকরি পেয়েছেন, তাদেরকেও সম্মানিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, এবার পাড়ায় পাড়ায় লোকজনকে সাবধান থাকতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে চোরেরা সম্পত্তি ও নথিপত্র দেখে নেবে। তাই চোরদের থেকে লোকজনকে সাবধান হতে হবে। তাঁর দাবি, এঁরা পাড়ায় ঘুরে লুট করবে। তাই সমাধানের বদলে পাড়ার লোকজনকে সাবধান থাকতে হবে। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, মমতা ব্যানার্জি নিজেই চোর। আর উনার দলের চোরেরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেরাচ্ছে। এই চোরদের থেকে সকলকে সাবধান হতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, এটা পুরোপুরি একটা ভাঁওতাবাজি কর্মসূচি। তৃণমূল সরকারের শেষ সময়ে ভোটের খরচ তোলার জন্য পাড়ায় পাড়ায় সমাধান এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, থানার আইসি-র পর তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের নিশানায় বীরভূমের পুলিশ সুপার। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, বাংলার পুলিশ মেরুদন্ডহীন হয়ে গেছে। পুলিশ এখন

তৃণমূল নেতাদের গালাগালি শুনতে অভ্যস্ত। মদ খেয়ে অনুব্রত মণ্ডল মমতা ব্যানার্জিকেও গালাগালি দেয়। আসলে অনুব্রত লুটের পয়সা কালীঘাট ও পুলিশের কাছে পৌঁছে দেয়। তাই মমতা ব্যানার্জি এবং পুলিশ নিশ্চুপ থাকে। অনুব্রতের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয় না। প্রসঙ্গত, দু'কোটি বাদ দেওয়া তো দূরের কথা, দু'জনের নাম বাংলায় বাদ দিয়ে দেখাক। এই ভাষাতেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছেন। এপ্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, মমতা ব্যানার্জি যতবার চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাতে ওনার নাম গিনেস বুকে ওঠা উচিত ছিল। এদিন জ্যোতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে অর্জুন সিং বলেন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা সরকারি চাকরি পাবার ক্ষেত্রে জ্যোতি ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু অনুষ্ঠান করতে দেওয়ার জন্য শাসকদলের লোকজন যেভাবে জমির মালিককে ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর দাবি, যারা মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা পয়সা নিয়ে বানাতো। তারাই এখন তৃণমূলের নেতা। তাঁরা কৃতী পড়ুয়াদের কি সম্মান দেবে? প্রতিভা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, ২০১১ সালে ভাটপাড়া শিক্ষা মেলার নামে কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। সেবার ৮০০ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে জ্যোতি ফাউন্ডেশনের ব্যানারে জ্যোতি প্রতিভা সম্মান প্রদান শুরু হয়। এবারে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৩০০। এহেন উদ্যোগ নিয়ে প্রিয়াঙ্গু নিয়ে বলেন, একটা সময় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে শিল্পের জোয়ার ছিল। বর্তমানে সেই শিল্প নগরী এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার যাতে ব্যারাকপুর ফের এগিয়ে যেতে পারে। ব্যারাকপুরে দুয়ারে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গুর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর অভিযোগ, প্রতিভা সম্মান অনুষ্ঠান করতে অডিটোরিয়াম কিংবা ক্লাবের কোনও মাঠ মেলেনি। কাঁকিনাড়ার পাল পাড়ায় যার জমিতে অনুষ্ঠান মঞ্চ করা হয়েছে। তাঁকে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের লোকজন অনেক চেষ্টা করেও, অনুষ্ঠান বানচাল করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রিয়াঙ্গুর কথায়, শিল্পাঞ্চলের বুক থেকে অতীতের অনেক বাহুবলি হারিয়ে গেছে। শাসকদলের বাহুবলিদের অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিলেন সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও নির্মল দাস, শিক্ষক এস কে আগরওয়াল, শিক্ষক অশোক সোনি, পরমেশ্বর সিং, সন্তোষ রায়, বিজয় কুমার পান্ডে, রত্নেশ্বর দাস-সহ বিশিষ্টজনেরা।

দক্ষিণে স্বস্তি থাকলেও উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা, জারি হলুদ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃষ্টি থামতেই ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। ঘূর্ণাবর্তের দাপটে উত্তরবঙ্গে চলবে বৃষ্টির দুর্যোগ। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি বেশি। আজ সোমবারও অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি গতিতে দমকা হাওয়াও বইতে পারে দক্ষিণের কিছু জেলায়।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরে সরে গিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। তাই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। পাহাড়ি জেলাগুলিতে রয়েছে উচ্চ সতর্কতা। মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও চলবে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সে ভাবে নেই। দক্ষিণবঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ক্রমেই বাড়বে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। আজ, সোমবার এবং আগামী কয়েকদিন উত্তরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চললেও, কিছু জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের একাধিক এলাকায় আজ ৭ থেকে ২০ সেমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। দুই দিনাজপুর ও মালদায়ও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে

উত্তরবঙ্গে বেশি সতর্কতা প্রয়োজন, দক্ষিণে আপাতত কিছুটা স্বস্তি দিল হাওয়া অফিস। ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয়েছে লাগাতার ভারী বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল থেকেই সমতল ও পাহাড়; দুই জায়গাতেই প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে তিস্তা ও জলঢাকা নদীতে জলস্তর দ্রুত বেড়ে উঠেছে। দু'টি নদীতেই সেচ দপ্তরের তরফে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক জায়গায় নদীবাঁধের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। তিস্তার জল ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ির কিছু নীচু এলাকায়। এদিকে কালিম্পং ও দার্জিলিং পাহাড়েও বৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জেরে কিছু কিছু জায়গায় ধস নেমেছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় জাতীয় সড়ক; সিকিম ও কালিম্পংগামী ১০ নম্বর সড়কে একাধিক জায়গায় ধস ও ফাটল দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও রাস্তা ভেঙেও গিয়েছে। বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেই কোনওক্রমে ছোট গাড়ি চলাচল করছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আবহাওয়া পরিস্থিতির পাশাপাশি নদীর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। সতর্ক রয়েছে উদ্ধারকারী বাহিনীও।

পিতার চরণে
পরমারাধ্যা ৺শচীন্দ্র নাথ বসু

'' পিতা জীবনের এক আশ্চর্য গঙ্গোত্রী''। পিতা ! কে বলেছেন আপনি প্রয়াত পিতা তো অমর তিনি যে যজ্ঞীয় পুরুষ দীর্ঘ অতীত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সন্তান অত্রি। অত্রির সন্তান দত্তাত্রেয় দত্তাত্রেয়ের সন্তান নিমি নিমির পুত্র শ্রীমৎ। শ্রীমৎ হাজার বছর কঠোর তপস্যার পর দেহ রাখলেন । পুত্রশোকে কাতর নিমি শ্রাদ্ধের কল্পনা করলেন । শাস্ত্র স্বীকৃত প্রথম শোক, প্রথম শ্রাদ্ধ। এটি পিতৃশ্রাদ্ধ নয় । পুত্রের প্রয়াণে পিতার আয়োজন । পিতার মৃত্যু নাই । শোকে কাতর নিমিকে দর্শন দিলেন। বললেন, নিমি তুমি পুত্রশোকে যে যজ্ঞ করলে, সেই যজ্ঞই পৃথিবীতে পিতৃযজ্ঞ রুপে প্রচলিত হবে । তুমি কোনো ভুল করোনি মা ভৈষীঃ । স্বয়ং ব্রহ্মঃ নিজেই পুরাকালে ইহা বিহিত করিয়াছেন। আরো অতীতে গেলে আমরা দেখবো কয়েকটি যজ্ঞের উল্লেখ - ১. পিতৃমেধ ২. পিতৃযজ্ঞ ৩. মহা পিতৃযজ্ঞ ৪. পিন্ড পিতৃযজ্ঞ ৫. পিতৃ অর্চনা ইত্যাদি । শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতগণের অভিমত, নিমি প্রবর্তিত শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠানকে শ্রাদ্ধের আদি বলা যায় না । এটি অবশ্যই একটি অভিনব অনুষ্ঠান । কারন পিতা পুত্রকে শরণ করেছেন, অর্থাৎ পিতার কখনো মৃত্যু হয় না । পিতা অমর । একটি আশ্চর্য উৎস ।

'জীবনের গঙ্গোত্রী'। 'পিতা নোহসি...'।

পিতা আপনাকে আমাদের শতকোটি প্রণাম।

তোমার নিতাই ।

সঙ্গে তোমার গৌর, বুড়ো (জয়ন্ত)

সৌজন্যে লেক কালীবাড়ী

সম্পাদকীয়

সবাই বিক্রি হয় না, পুজো অনুদান ফেরানো প্রতিবাদীর সংখ্যা বাড়ছে

বিরোধীতা ও প্রতিবাদী স্বর গণতন্ত্রেই অঙ্গ। এগুলো না থাকাটা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আজকের বাংলায় যার অভাব। এই আবহে নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ তৈরি করল রাজ্যের তিন অখ্যাত ক্লাব। নাগরিক সমাজ থেকে শুরু করে বিদ্বজন, গুণীজন, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকমহল যখন শাসকের কাছে মাথা নত করে বসে আছে তখন এই সাহসের, এই প্রতিবাদটার খুব প্রয়োজন ছিল। আর সেটাই করে দেখাল ওই তিন ক্লাব। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের দেওয়া পুজো অনুদান প্রত্যাখ্যান করল তাঁরা। এর জন্য বাহবা দিতেই হবে ক্লাবকর্তাদের। এরা হল, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বিদ্রোহী ক্লাব, নদীয়ার রানাঘাটের চারের পল্লি এবং কল্যাণী রথতলার ইচ্ছে তাই ক্লাব। রাজ্যের সরকারি কর্মচারিরা ন্যায্য ডিএ পাচ্ছেন না, আরজি কর-সহ নানা জায়গায় নারী সুরক্ষায় রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতার প্রতিবাদে পুজো অনুদান ফেরাল তিন ক্লাব। এই বছর প্রতিটি পুজো কমিটিকে অতিরিক্ত ২৫,০০০ টাকা করে অর্থ্যাৎ ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দুর্গাপুজো অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই সরকারি অনুদানের টাকা নেবে না বলে ঘোষণা করল বাংলার এই তিন পুজো কমিটি। সরকারি অনুদান ফেরানো প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ বিদ্রোহী ক্লাবের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, রাজ্যে কর্মসংস্থান নেই। সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ দিতে পারছে না রাজ্য। রায়গঞ্জ পুরসভার অস্থায়ী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা নিয়মিত বেতন ও পেনশন পান না। রাজ্যে নারী সুরক্ষায় বাজেটে পর্যাপ্ত টাকা বরাদ্দ হয় না।এই পরিস্থিতিতে জনগণের করের টাকা অনুদান হিসেবে নিয়ে পুজো করার বিরোধী আমরা। সেই সঙ্গে আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে এ সব করা হচ্ছে। রাজ্যে পুজো কমিটির সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০। হিসেব বলছে, অনুদান দিতে রাজ্যের কোষাগার থেকে প্রায় ৪৯৫ কোটি টাকা খরচ হবে। সঙ্গে বিদ্যুৎ বিলেও মিলবে ৮০ শতাংশ ছাড়। সবমিলিয়ে পুজো বাবদ সরকারি কোষাগারের খরচ এতে আরও বাড়বে।

শব্দবাণ-৩৪৯

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সৎ পথ থেকে বিচ্যুত ৫. নতুন, নব ৬. বউ ৭. অসার, বাজে ৮. ন্যাকামি ১০. বাণ নিক্ষেপ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ব্যাধিগ্রস্ত , অসুস্থ ২. চন্দ্রবংশের শাখাবিশেষ ৩. সীমা, কূল ৪. কন্দর্প ৯. নিজস্ব, নিজের ১১. যোদ্ধা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪৮

পাশাপাশি: ১. উড়ুপ ৩. চ্যাটালো ৫. খটকা ৬. টাইট ৭. আকর ৯. ভরত ১১. নর্দমা ১২. সার্জন

উপর-নীচ: ১. উল্লেখ ২. পতাকা ৩. চ্যাপটা ৪. লোপাট ৭. আখ্যান ৮. রক্তিমা ৯. ভরসা ১০. তপন।

জন্মদিন

আজকের দিন

কিশোরকুমার

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা কিশোরকুমারের জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচিচত্রাভিনেত্রী শশীকলার জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলির জন্মদিন।*

‘মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ’

বাংলাভাগের প্রস্তাব সমর্থনকারী ঐ ৫৮ জন সদস্যের নামের তালিকা আছে কার্যবিবরণীর সঙ্গে সংযোজিত তালিকায় (এপেন্ডিকস-বি) (পাতা-৮৫ থেকে ৮৭)। উক্ত এপেন্ডিকস-বি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওই তালিকার ৮ নং নামটি হল জ্যোতি বসু এবং ১১নং নামটি রতন লাল ব্রাহ্মণের। প্রয়াত জননায়ক ফরোয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত কুমার বসুর নামও আছে তালিকায়- ৭ নম্বরে আর চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নাম ৯ নম্বরে গান্ধীবাদী কংগ্রেসী নেতা নিকুঞ্জবিহারী মাইতির নাম ১৭ এবং বিপ্লবী বীনা দাসের নাম ১৪ নম্বরে। ২৫ নম্বরে আছে হিন্দু মহাসভার একমাত্র সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম; ২৭ নং এ কালীপদ মুখার্জির নাম ৩৫ নং এ নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের নাম ৫৭ নং এ আছে কান্দির বিমল সিংহের। উল্লেখ্য ওই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ডি গোমস (৪০), এল আর পেন্টনি (৪৮) আর ই প্লেটেল (৪৯), মিসেস ই এম রিকেটস (৫৪) এবং জি চি ডি উইল্কস (৫৮) মতো সদস্যরাও ভোট দিয়েছিলেন প্রস্তাবের পক্ষে। প্রস্তাবের বিপক্ষের ২১ জন সদস্যের নামের তালিকায় কোন অমুসলিম সদস্যে। অর্থাৎ ঐ ফলাফল হয়েছিল সম্পূর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিতে বিভাজনে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভোট প্রদানে। আজ এ সত্য অস্বীকার বা এড়িয়ে যাওয়া ইতিহাসকে অস্বীকারের নামান্তর। ওই বিবরণী থেকে কোনভাবে প্রতীয়মান হয় না যে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত ছিলেন বঙ্গভঙ্গ করে হিন্দু প্রধান এলাকা ভারতে যোগদান প্রশ্নে ভোটাভুটিতে। সিপিআইএম এর অস্বস্তি হল ওই তালিকায় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে জ্যোতি বসু নাম থাকায়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে রাজনৈতিক দলের পক্ষেই হোক বর্তমান রাজনৈতিক আবহে ও প্রায় আসন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সেদিনের রূঢ় বাস্তবতার ইতিহাস অস্বীকার বা বিকৃত করা কি অনৈতিক নয়।

শান্তনু রায়

কেহ বলেন মিথ্যা বলো, মিথ্যা প্রচার করো , কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্যকথা বলো সত্যানুষ্ঠান করো।খআমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বলো, সত্যাচরণ করো,কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে’-অনেককাল আগে বলা রবীন্দ্রনাথের কথাক’টি আবার মনে পড়ল সাম্প্রতিক এক রাজনৈতিক তরজার প্রেক্ষিতে।

‘পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড হিসেবে এবং অবস্থানগত বিপরীত স্থানে থেকেও জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণও ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন’ জুলাই এর গোড়ায় এক সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নবনির্বাচিত বিজেপি রাজ্য সভাপতি মহাশয়ের এহেন মন্তব্যে এক নতুন বিতর্কের শুরুয়াত, অবশ্য যার মাধ্যমে সাধারণের সামনে এসেছে এক ঐতিহাসিক সত্য, যতই অপ্রিয় অস্বস্তিকর হোক কোন কোন মহলের পক্ষে। সত্যই ইতিহাস কথা কয়!

বাংলাভাগের জন্য দায় কার কিংবা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে কোন দিনটি উদযাপিত হওয়া উচিত এ নিয়ে চলা তরজার আবহে ঐ মন্তব্যে নতুন করে হাওয়া লেগেছিল বাদ-প্রতিবাদে .— কারণ এর সাথে কতিপয় মুখোশের বিদীর্ণজনিত অস্বস্তি তো আছেই। এবারের বিতর্কের সূচনা হয় সম্ভবত ‘ইতিহাসের বই থেকে ইতিহাস না পড়ে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ইতিহাস জানার ফল’ টিভির সান্ধ্যবিতর্কে অতি পরিচিত মুখ সিপিআইএম-এর যুবনেতার প্রকাশ্য সভা থেকে এমন কটাক্ষে। আবার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বড় হাউসের দৈনিকের একদা সম্পাদক মহাশয়ও প্রথমে এক ভিডিও প্রস্তুত করে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসুর আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘যতদূর মনে পড়ে’র উল্লেখে বললেন ঐ তথ্য ভুল, কারণ বঙ্গীয় আইনসভায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু দিন দুই পরে তিনিই আবার ভিডিও করে নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন যে ২০শে জুন ১৯৪৭ তারিখের তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভার কার্যবিবরণী থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ দু’জনেই অন্যান্য হিন্দু সদস্যের সঙ্গে বঙ্গবিভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু বিতর্ক থামল না। সিপি আই এম এর সেই যুব নেতা আরেকটি ভিডিওর মাধ্যমে আইনসভার কার্যবিবরণী উল্লেখে বোঝাতে চাইলেন যে-না, তৎকালীন সি পি আই এর তিন সদস্য কেউ বাংলা ভাগের প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির সময়ে উপস্থিত ছিলেন না তবে হ্যাঁ, জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ যে ভোট দিয়েছিলেন তা পরবর্তী ভিন্ন অধিবেশনে পশ্চিবঙ্গের ভারতভুক্তি সম্পর্কিত ভোটাভুটির সময়ে-যেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেদিনের আইন সভার কার্যবিবরণী সামনে চলে আসার পরেও মুখ রক্ষায় তাঁর হয়ত আর কিছু বলার ছিলও না, সে বক্তব্য অসার হলেও । প্রত্যাশিতভাবেই সে বক্তব্যের অসারতা প্রমাণে পালটা একটি ভিডিও প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মহাশয়ও।

এরপরও কোন্ কোন ‘পণ্ডিত’জন ‘ইন্টারেস্টিং’ আলোচনার নামে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অক্ষম চেষ্টা করেছেন — মতামত দিয়েছেন কোন কোন ‘ইতিহাসবিদ’ও।

প্রসঙ্গত ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের (পাকিস্তান) মুসলীম লীগের দাবি ক্রমশ জোরদার হতে জঙ্গী কায়দায় পাকিস্তান আদায়ে জিন্না ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামে’র হুমকী দিয়েছিলেন এবং অবশেষে ১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ দিবস পালনের দিন ধার্য হল। ।

তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার অন্যতম সদস্য বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর মতে ‘ওই সম্মুখসমর (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) কিন্তু বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়; তা ছিল প্রধানতঃ হিন্দুর বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য ছিল ঐ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা দেখে অহিংস কংগ্রেস নেতারা আঁৎকে উঠবেন এবং দেশবিভাগ তথা পাকিস্তান, স্বীকারে রাজী হয়ে যাবেন। (পাক-ভারতের রূপরেখা)।

আই সি এস অশোক মিত্রেরও পর্যবেক্ষণ-বৃটিশ সরকার নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে বঙ্গপ্রদেশ জিন্না ভাগে যাবে এবং সেই উদ্দেশ্যেসাধনে যোগ্য যন্ত্র হবেন সুরাবর্দী ও বারেজ (গভর্নর)। তার কারণ বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে ভারত অঙ্গচ্ছেদ সত্ত্বেও মোটামুটি সম্পূর্ণ, সতেজ ও বলিষ্ঠ থাকবে। তাছাড়া কলকাতা তখনও বৃটিশ শিল্প বানিজ্য ও লগ্নির ঘাঁটি। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় শ্রী মিত্রের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে মুসলিম লীগ খুব সযত্নে বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি ছক সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং এ বিশ্বাসও হয় পুলিশ প্রশাসনের ও উচ্চ কর্মচারীরাও তাদের সঙ্গে গোয়েন্দাবিভাগেও কী ধরনের প্রস্তুতি হচ্ছে তার বিশদ বিবরন খবর রাখতেন’। (তিন কুড়ি দশ)

কিন্তু প্ল্যান মাফিক কাজ হল না।

কলকাতায় বিফল পরিকল্পনার মাস চারেকের মধ্যেই লক্ষ্মীপুজোর দিনে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে শুরু হলো দাঙ্গার নামে একমাসব্যাপী পরিকল্পিত একতরফা সাম্প্রদায়িক গণহত্যা।

এই আবহেই কেবল শ্যামাপ্রসাদ নন, ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট আইনজীবী ও ইতিহাসবিদ ব্যারিস্টার নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঘটক, ঈশ্বরদাস জালান এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টরাও এগিয়ে এসেছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী এবং সমগ্র বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার চক্রান্তের প্রেক্ষিতে বাংলা ভাগেরও দাবি করে । সত্য এ যে জনমত তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে সে দাবী তৎকালীন আবহে ছিল সময়ের দাবী। উল্লেখ্য সে বছরের ২২শে এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনমত সমীক্ষায়ও ৯৮.৬ শতাংশ বঙ্গবাসীই বঙ্গবিভাগের পক্ষেই মত প্রকাশ করেন।

এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ এর ২০শে জুন তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভায় সংখ্যাধিক্যে (৫৮-২১) পাশ হয় বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব;ফলস্বরুপ পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হলো ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে।

সেই নিরিখে নিঃসন্দেহ ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। উল্লেখ্য সেসময় ভোটাভুটিতে বঙ্গভাগের পক্ষে অন্যান্যদের সঙ্গে ভোট দিয়েছিলেন বামপন্থী সদস্যরাও। ছিলেন তৎকালীন সি পি আই এর দুই সদস্য পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ। এই তথ্যটি হয়ত হজম করতে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি হয় আজকের ‘বামপন্থীদের’ যাঁরা এবিষয়টি হয় এড়িয়ে যান না হয় গোপন করেন। আর এ প্রসঙ্গে অনেক মনেই এক বিভ্রান্তি জাগে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘যতদূর মনে পড়ে’তে বিধৃত কিছু মন্তব্যে।প্রসঙ্গত আইনসভার ঐ ভোটাভুটির একান্ন বছর পরে স্মৃতিচারন করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন- আমাদের পার্টি দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিল -কিন্তু প্রতিরোধ করার মতো শক্তি ও প্রভাব পার্টির ছিল না।(পাতা-৪১) তিনি আরও লিখেছেন- আমাদের পার্টি বঙ্গদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। আমরা বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গভর্নরের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপক পরিষদের শেষ বৈঠক বসল। এই বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলাদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো । আমাদের পার্টিও বাধ্যহয় বঙ্গদেশ বিভাজনের বাস্তবতা মেনে নিতে। (পাতা-৪২)

বঙ্গীয় আইনসভার সেদিনকার কার্যবিবরণী থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে সেদিন তিন পর্যায়ে ভোট হয়েছিল তিন পৃথক অধিবেশনে।

সেদিন সকাল এগারোটায় মুসলিম সংখ্যাধিক্য জেলাগুলি ও হিন্দু সংখ্যাধিক্য জেলাগুলির সদস্যদের নিয়ে পৃথক পৃথক অধিবেশনের আরম্ভেই যথাক্রমে কিরনশঙ্কর রায় ও ধীরেন্দ্রনারায়ন মুখার্জী যৌথ অধিবেশনের দাবি জানালে বেলা তিনটেয় যৌথ অধিবেশন বসে অধ্যক্ষ নুরুল আমিনের সভাপতিত্বেই। যেখানে অখণ্ড বঙ্গ প্রদেশটিই চলতি ভারতীয় গণপরিষদে যোগ দেবে না ভিন্ন গণপরিষদে যোগ দিতে ইচ্ছুক এই প্রশ্নে ভোটাভুটি হয়। উপস্থিত ২১৯ জন সদস্যের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে ৯০ জন এবং বিপক্ষে ১২৬ জন ভোট দিলে ১২৬-৯০ ভোটে খারিজ হয়ে যায়। অর্থাৎ উপস্থিত ২১৯ জনের মধ্যে ভোটে প্রদান করেছিলেন ২১৬ জন-তিনজন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন।

এরপর ৩-৩৫ নাগাদ একদিকে মুসলিম সংখ্যাধিক্য জেলাগুলির সদস্যদের নিয়ে পৃথক অধিবেশন হয় যেখানে বঙ্গবিভাগ হবে কিনা সেই প্রশ্নে ভোটাভুটি হলে প্রস্তাবটি ১০৬-৩৫ ভোটে খারিজ হয়ে যায় । অন্যদিকে ওই একই সময়ে বঙ্গের অন্য অংশের হিন্দু সখ্যাধিক্য জেলাগুলির পৃথক অধিবেশনে ভোটাভুটি হয় বঙ্গবিভাগ হবে কিনা প্রশ্নে । বঙ্গ বিভাগের পক্ষে প্রস্তাবটি ৫৮-২১ ভোটে পাশ হয় এবং তারপর ঐ অমুসলিম সংখ্যাধিক্য এলাকা সম্বলিত বিভক্ত অংশটি চলতি গণপরিষদের অধীনে থাকবে কিনা ভোটাভুটি হলে সেই প্রস্তাবও ৫৮-২১ ভোটে পাশ হয়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে যৌথ অধিবেশনে ভোটাভুটিতে (যা বাংলা ভাগের প্রশ্নে ছিল না) যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন সে তালিকায় নাম নেই তৎকালীন সিপি আই দলের তিন সদস্যের। অর্থাৎ এই ভোটাভুটিতে তাঁরা ভোটদানে বিরত ছিলেন এ সত্য। যদিও একটি প্রশ্নও জাগে -কেন তাঁরা তখন ভোটদানে বিরত ছিলেন? কারণ তাঁরা যদি দেশভাগের ও বাংলাভাগের বিরোধী হয়েই থাকেন, যেমনটি দাবী করা হচ্ছে, তাহলে তো ভোট না এড়িয়ে প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দেবার কথা। তাহলে তাদের ওই আচরণ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?এ প্রসঙ্গে কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা বা যুক্তি পাওয়া যায় না।

আবার পরে অমুসলিম বা হিন্দু সংখ্যাধিক্য জেলাগুলির পৃথক অধিবেশনে বঙ্গভাগ হবে কিনা প্রশ্নে ভোটাভুটিতে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ যে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দু’জনেই অন্যান্য হিন্দু সদস্যেদের সঙ্গে বঙ্গবিভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন তা সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী থেকেই প্রমাণিত ।

এখানে উল্লেখ্য ওই প্রস্তাব ছিল পূর্ব স্থিরীকৃত-শ্যামাপ্রসাদের উত্থাপিত নয়। বস্তুত সেখানে কোন সদস্যের কোন ভাষণ বা নতুন প্রস্তাব পেশের সুযোগ ছিল না। কিন্তু ওই প্রস্তাব সমর্থনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রূঢ় বাস্তবতা অনুধাবনে যে সদিচ্ছা সংহতি ও প্রাজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে সে বিষয়টিও চর্চাযোগ্য। উল্লেখ্য বাংলাভাগের প্রস্তাব সমর্থনকারী ঐ ৫৮ জন সদস্যের নামের তালিকা আছে কার্যবিবরণীর সঙ্গে সংযোজিত তালিকায় (এপেন্ডিকস-বি) (পাতা-৮৫ থেকে ৮৭)। উক্ত এপেন্ডিকস-বি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওই তালিকার ৮ নং নামটি হল জ্যোতি বসু এবং ১১নং নামটি রতন লাল ব্রাহ্মণের। প্রয়াত জননায়ক ফরোয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত কুমার বসুর নামও আছে তালিকায়- ৭ নম্বরে আর চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নাম ৯ নম্বরে গান্ধীবাদী কংগ্রেসী নেতা নিকুঞ্জবিহারী মাইতির নাম ১৭ এবং বিপ্লবী বীনা দাসের নাম ১৪ নম্বরে। ২৫ নম্বরে আছে হিন্দু মহাসভার একমাত্র সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম; ২৭ নং এ কালীপদ মুখার্জির নাম ৩৫ নং এ নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের নাম ৫৭ নং এ আছে কান্দির বিমল সিংহের। উল্লেখ্য ওই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ডি গোমস (৪০), এল আর পেন্টনি (৪৮) আর ই প্লেটেল (৪৯), মিসেস ই এম রিকেটস (৫৪) এবং জি চি ডি উইল্কস (৫৮) মতো সদস্যরাও ভোট দিয়েছিলেন প্রস্তাবের পক্ষে। প্রস্তাবের বিপক্ষের ২১ জন সদস্যের নামের তালিকায় কোন অমুসলিম সদস্যে। অর্থাৎ ঐ ফলাফল হয়েছিল সম্পূর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিতে বিভাজনে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভোট প্রদানে। আজ এ সত্য অস্বীকার বা এড়িয়ে যাওয়া ইতিহাসকে অস্বীকারের নামান্তর। ওই বিবরণী থেকে কোনভাবে প্রতীয়মান হয় না যে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত ছিলেন বঙ্গভঙ্গ করে হিন্দু প্রধান এলাকা ভারতে যোগদান প্রশ্নে ভোটাভুটিতে। সিপিআইএম এর অস্বস্তি হল ওই তালিকায় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে জ্যোতি বসু নাম থাকায়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে রাজনৈতিক দলের পক্ষেই হোক বর্তমান রাজনৈতিক আবহে ও প্রায় আসন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সেদিনের রূঢ় বাস্তবতার ইতিহাস অস্বীকার বা বিকৃত করা কি অনৈতিক নয়।

আজ মিথ্যা প্রচারে, ২০শে জুনের বঙ্গীয় আইনসভায় অধিকাংশ সদস্যে (যার মধ্যে হিন্দু মহাসভার একমাত্র সদস্য ছাড়াও বামপন্থীরা সহ প্রায় সব দলের সদস্যরা ছিলেন) সম্মতিতে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই যে বঙ্গবিভাজন হয়েছিল সে তথ্য অস্বীকার বা কার্পেটের তলায় চালান করে দেওয়ার অপকৌশল চলছে । একদল বলছে ঐ প্রস্তাবের সমর্থনকারী ৫৮ জনই সদস্য নাকি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদের লোক। আরেক দল যারা ‘বামপন্থার’ দাবিদার তারা একদিকে বলছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ বা বাংলা তারা চায় না। সেজন্য সমদূরত্ব বজায় রাখতে ঐ প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে না গিয়ে ভোটদানে বিরত ছিল এই দু’টি বক্তব্যই যে সর্বৈব মিথ্যা তা সুপরিস্ফুট প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানকারী সদস্যদের তালিকা থেকে। তৎকালীন অবিভক্ত সিপি আই এর এব্যাপারে রাজনৈতিক স্ট্যান্ড যাই থাক না কেন ভোটাভুটির সময় তাঁদের দুই মাননীয় সদস্য প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন (নিঃসন্দেহে সেদিনের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সঠিক ছিল সে সিদ্ধান্ত, যদিও তাঁরা ভোটে অনুপস্থিত থাকলে বা বিপক্ষে ভোট দিলেও প্রস্তাব পাশ হতো) এ দিনের আলোর মত পরিষ্কার যা আজ একথা অস্বীকার করা মানে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা।

প্রসঙ্গত যে সিলেট গণভোটের প্রস্তাবও ওই অধিবেশনে পাশ হয়েছিল সেই সিলেট গণভোটের সময়েও সিপি আই এর ঘোষিত স্ট্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে জেলা সিপিআই ও জেলা কংগ্রেস পরস্পর এক সাথে সিলেটের ভারতভুক্তির (আসামভুক্তি) পক্ষে কাজ করেছিল মতাদর্শগত বিরোধ দূরে সরিয়ে রূঢ় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে। যদিও উল্লেখ্য পাকিস্তানের দাবীর তাত্ত্বিক সমর্থক সি পি আই এর (কম্যুনিস্ট নেতা সাজ্জাত জাহীর ও গঙ্গাধর অধিকারীর লিখিত বক্তব্য দ্রষ্টব্য) বঙ্গীয় শাখার নেতৃস্থানীয় জনৈক এবং পরাধীন ভারতে বর্ণহিন্দুবিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলও সেখানে গিয়ে জনসাধারণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছিলেন। পরে অবশ্য পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মাননীয় সাজ্জাত জাহীর ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহোদয়দেরও সেদেশ থেকে পালিয়ে এসে সেই ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।একজন মন্ত্রী হয়েও তাঁর উপর ভরসা রাখা দরিদ্র সাধারন স্বজাতিদেরও ত্যাগ করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে এদেশে পালিয়ে এসে দাখিলি শ্রী মণ্ডলের পদত্যাগ পত্রে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের যে ভয়াবহ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল তাতেই বোধকরি আরও একবার প্রমাণিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। ইতিহাসের এও এক নির্মম পরিহাস।

যাহোক ফিরে আসি গোড়ার কথায় ।ইদানীং রাজনৈতিক তরজায় কিছু পরিসরে প্রেক্ষাপট বিচারে অনীহায় ও অতিসরলীকরণে-হয়ত রাজনৈতিক কারণেও, বঙ্গভাগের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিন্দিত হন ভারতভাগের বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ।কখন এবং কোন ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে বাংলাভাগের দাবি উঠেছিল সে ইতিহাসচর্চায় অমনোযোগী এঁরা, এমনকী ভারতভাগের সমর্থকরাও সযত্নে গোপন অথবা সুকৌশলে এড়িয়ে যান রূঢ় সত্যকে। কেউবা আরো এগিয়ে বাংলাভাগের জন্য দায়ী করতে সবিশেষ উৎসাহী সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেই।

বস্তুত ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের দাবিতে জঙ্গিপনা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, বিশেষত কোলকাতা কিলিংস ও নোয়াখালিতে একতরফা প্রাণহানি ও রক্তপাতের ঘটনাক্রম যে বঙ্গবিভাজন অনিবার্য করে তুলেছিল, অনভিপ্রেত হলেও, আজ ঠাণ্ডাঘরে বসে আলোচনায় সে সত্য গোপন করে শ্যামাপ্রসাদকে কাঠগড়ায় তুলতে সবিশেষ ব্যস্ত এবিধ অত্যুৎসাহীরা। প্রসঙ্গত ভাবাবেগের কৌশলে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশংকর রায়কে সাথে পেয়ে যাওয়া সোহরাবর্দীসাহেব (শরৎবসুর সঙ্গে এবিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর কিঞ্চিৎ ভিন্নতা থাকলেও) তাঁর প্রস্তাবিত ও প্রচারিত ‘অখণ্ডবঙ্গে’র এক স্বর্নীল চিত্র ১৯৪৭ এর ২রা এপ্রিল প্রেসের সামনে উপস্থাপনের পর সংবাদ মাধ্যমের ‘যদি তাঁর অখণ্ড বঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দু ও মুসলমান সৌহার্দ্যে বসবাস করতে পারেন তবে অবিভক্ত ভারতে কেন তারা তেমনটি পারবেন না’- এ প্রশ্নে কিন্তু নিরুত্তর থাকেন। বাস্তবিকই এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁর কাছে ছিলনা।

আসলে একদিকে ইতিহাস ‘বিকৃতির’ অভিযোগ উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হচ্ছে অন্যদিকে বিবিধ উপায়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের ইতিহাস মুছে ফেলার মাধ্যমে এক জনগোষ্ঠীর রক্তঝরা সংগ্রামের কাহিনী গোপন রাখা ও বিস্মরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মরীয়া প্রয়াস চলছে বেশকিছুদিন ধরে, বাংলাভাষী পড়শি দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সত্ত্বেও। বাঙ্গালির এক জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামের উপাখ্যান ভুলিয়ে দেওয়া বা মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা সেই কঠিন সংগ্রামের প্রতি অনুভুতিহীন মস্তিষ্কের এক কৌশলী প্রয়াসের অঙ্গ।কিন্তু ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করতে চাইলেই কি তা ইতিহাস থেকে মুছে যাবে?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রায়নায় বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

ত্রাণ বিলি-সহ দুষলেন ডিভিসিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: ডিভিসি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বাংলার সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে জল ছেড়ে দেওয়ার ফলেই বন্যার কবলে পড়ে গৃহহীন হয়ে পড়ছেন অসংখ্য মানুষ। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের রায়নায় বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসে জেলায় বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসিকে দুষলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এদিন রায়না থানার আদমপুর এলাকায় পরিদর্শনে যান মন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রায়নার বিধায়ক শম্পা ধারা, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান-সহ অন্যান্যরা। অরূপ বিশ্বাস প্রথমে আদমপুর এলাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে যান। সেখানে শতাধিক মানুষ গৃহহীন অবস্থায় ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয় মানুষদের উদ্ধার করে শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছে। এদিন তিনি শিবিরে পৌঁছে নিজের হাতে বন্যা দুর্গত মানুষদের খাবার পরিবেশন করেন। পাশাপাশি, এলাকার মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। সেখান থেকে আদমপুরের দাস পাড়া, মাঝিপাড়া এলাকায় পরিদর্শন করেন তিনি। এরপর মন্ত্রী জানান, 'বন্যা দুর্গত মানুষদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকতে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। এদিন তাদের হাতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হল।' জেলার রায়না ও জামালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'ডিভিসি কোনও দিনই রাজ্য সরকারকে জানিয়ে জল ছাড়েনি। অপরিকল্পিতভাবে জল ছাড়ার জন্য এই এলাকায় মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। ডিভিসি পরিকল্পিতভাবেই বাংলার সর্বনাশ করে চলেছে। একদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা। আবাস যোজনা-সহ ১০০ দিনের কাজ, গ্রাম সড়ক যোজনা সমস্ত প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। ডিভিসি বাংলার মানুষের চাষের জমি নষ্ট করেছে, ধান নষ্ট করেছে, তাদের সম্পত্তি নষ্ট করেছে। অসংখ্য মানুষকে গৃহহীন করেছে। একদিন এই মানুষরাই বিজেপিকে রাজ্য ছাড়া করবে।'

অন্যদিকে মন্ত্রী আদমপুর থেকে বেরিয়ে চলে যান বন্যা কবলিত এলাকা দাসপুর, মাঝিপাড়া ভিন্ন এলাকায় লাইভ জ্যাকেট পড়ে নৌকায় করে পরিদর্শন করেন। কিন্তু দাসপাড়া, মাঝিপাড়া যাওয়ার পথে একটি ফ্লাড সেন্টারে না ঢুকেই বেরিয়ে যান বলে অভিযোগ। তারপরেই একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষরা। তাদের অভিযোগ, শনিবার থেকে তাঁরা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু শনিবার থেকে তাঁদের কাছে খাবার পৌঁছায়নি। কোনও প্রশাসনের আধিকারিকরাও তাঁদের কাছে আসেননি। অবিলম্বে যাতে প্রশাসনের আধিকারিকরা আদমপুর হরেকৃষ্ণ কোঙার ত্রাণ শিবিরে পৌঁছে তাঁদের খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়।

পুরুলিয়ায় মাটির বাড়ি ভেঙে গুরুতর আহত শিশু-সহ দম্পতি

হাসপাতালে দেখতে পৌঁছলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দাঁদুয়া গ্রামে অতি বৃষ্টিপাতের জেরে মাটির বাড়ি ভেঙে গুরুতর আহত হল এক শিশু-সহ তার মা বাবা। আহতরা হল বাবলু বাউড়ি ও তার স্ত্রী পূজা বাউড়ি ও তাদের শিশুকন্যা লিপিকা বাউড়ি। তিন জনেই রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি। তাদের মধ্যে পূজা বাউড়ির আঘাত গুরুতর। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোরের দিকে। জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো শনিবার রাতে লিপিকাকে সঙ্গে নিয়ে বাবলু ও পূজা বাউড়ি ঘুমিয়েছিলেন তাদের মাটির বাড়িতে। আর তাদের পুত্র সন্তানটি ঘুমিয়েছিল তাঁর দাদুর সঙ্গে পাশের বাড়িতে।

রবিবার ভোরের দিকে একটা বিকট শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা এসে দেখেন বাবলু, পূজা ও লিপিকার ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে মাটির বাড়িটি। তারা তিনজনেই মাটির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। গ্রামবাসীরাই প্রথমে উদ্ধারকার্যে হাত লাগান। তারাই রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। ঘটনার খবর জানতে পেরে রবিবার দুপুরে হাসপাতালে আসেন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল দপ্তরের মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, রঘুনাথপুর পুরসভার পুরপ্রধান তরণী বাউড়ি, তৃণমূল নেতা হাজারি বাউড়ি, শ্যাম মাহাথা, হিমাংশু মণ্ডল-সহ দলের অন্যান্য

নেতৃত্ববৃন্দরা। আহতদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। তাঁদের চিকিৎসার যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তা নিয়েও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু বলেন, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। জেলাজুড়ে অতি বৃষ্টিপাতের জেরে এমন ঘটনা ঘটছে। আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি।' তিনি আরও বলেন, 'ওই পরিবারের বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছে। যাতে দ্রুত পরিবারটি সরকারের বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি পায় তার ব্যবস্থা করবো।'

এআই প্রযুক্তিতে মালঞ্চ ব্রিজ ভাঙার ভিডিও ভাইরালে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাঘের পর এবার ব্রিজ। হুড় মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মিনাখা বিদ্যাধরী নদীর ওপর মালঞ্চ ব্রিজ। ৮ সেকেন্ডের এই ভিডিও এখন ভাইরাল নেট দুনিয়ায়। যা দেখে মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। এআই প্রযুক্তিতে বানানো ৮ সেকেণ্ডের ভিডিও ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। যাতে দেখা যাচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার মিনাখা থানার মালঞ্চ ব্রিজ হুড় মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নদীতে। সেই দৃশ্য লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রীতিমতো আতঙ্কিত বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। এলাকার মানুষের অভিযোগ, এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, শুধু তাই

না ভিডিওর উপরে লেখা 'এই মুহূর্তে ভেঙে পড়ল মালঞ্চ ব্রিজ' আর এই ভিডিও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেই দূর দুরান্ত থেকে মানুষ ফোন করে খবর নিচ্ছে, প্রচুর মানুষ তাড়াহুড়ো করে ব্রিজের কাছে চলে এসেছে দেখার জন্য। এলাকার মানুষের দাবি, এইরকম ধরনের ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে অহেতুক মানুষের মনের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করবেন না। যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বাগনানে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: হাওড়া হাওড়ার বাগনান একটি জনবহুল এলাকা। থানার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে ১৬ নং জাতীয় সড়ক। এখন এই জাতীয় সড়কের ওপর বাগনান লাইব্রেরি মোড় ও আমতা মোড় বাগনানবাসীর কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। এই এলাকায় দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী বলা চলে। মাস খানেক আগে লাইব্রেরি মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়। এছাড়াও গত কয়েক দিন ছোট খাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। রবিবার আমতা মোড়ে আধ ঘণ্টার পথ অবরোধ করলেন বাগনানের বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, জাতীয় সড়কের ওপর উড়ালপুল করতে হবে। ১৬ নং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় প্রায় দিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। আধ ঘণ্টা অবরোধের জেরে কার্যত অচল হয়ে যায় জাতীয় সড়ক ও বাগনান-আমতা রোড। পরে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে আগামী সময়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি ও দেয় আন্দোলনকারীরা।

ব্যাংক অফ বরোদা / Bank of Baroda

এম. জি. রোড বজ বজ শাখা
৫২৫, এমজি রোড, বজ বজ, কলকাতা - ৭০০ ১৩৭
ফোন নং : (০৩৩) ২৪৭০-৫১০৮/১৫৬৬
ইমেল : dbbudg@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. 81300600001672 A/c No. 81300600001673

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, এমজি রোড বজবজ শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৪.২০২৫** তারিখে **শ্রী শোভন মন্ডল, শিবরামপুর, পো - জোটে শিবরামপুর, মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩১,১৭,৫৮০.১৫ টাকা** (একত্রিশ লাখ সতের হাজার পাঁচশ আশি টাকা এবং পনের পয়সা) **১০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১ আগস্ট ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, এমজি বজ বজ শাখার নিকট বকেয়া ৩১,১৭, ৫৮০.১৫ টাকা** (একত্রিশ লাখ সতের হাজার পাঁচশ আশি টাকা এবং পনের পয়সা) **১০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি উল্লেখ্য মূল দলিল নং ১-১৮০৯-২০২৪ সালের সম্পত্তি শোভন মন্ডল এর অনুকূলে পরিমাণ এরিয়া **১ কাঠা ১১ ছটাক ২২ বর্গফুট** এবং তদস্থিত আরটিএস নির্মাণ **১২০ বর্গফুট** অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, কালেক্টরেট তৌজি নং ১-৬,৮-১০, ১২-১৬, জেএল নং ১৯ আরএস নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৭, অংশ দাগ নং ১৩৭৩, বর্তমানে ওয়ার্ড নং ১২৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, প্রেমিসেস নং ৯৬৭, দক্ষিণ বেহালা রোড, কলকাতা : ৭০০০৬১, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে :**
উত্তরে ১২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক। দক্ষিণে : স্বপন বরুয়ার জমি।
পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক। পশ্চিমে : কানন দাসের জমি।
সম্পত্তি শ্রী শোভন মন্ডলের নামে।
ফ্ল্যাটের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট সমুদয় দোতায পরিমাণ কমবেশি **৯০০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং কার্পেট এরিয়া কমবেশি **৬৯৩ বর্গফুট** ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ লবি মার্বেল মেঝে।লিফট সংস্থান ব্যতীত উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির চাতাল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।

তারিখ : ০১.০৮.২০২৫
স্থান : বজ বজ
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
(দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15432WB1933PTC007599
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : মার্কেন্টাইল বিল্ডিং,
৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ভারত

দেউলিয়াগ্রস্ত কোম্পানি উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫-আইএ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪-কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১
কর্পোরেট ডেটর এর বিক্রি **"চালু সংস্থা"** হিসেবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ৭ম এসসিসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫ - নির্দেশ নং আই এ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪, কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১ অনুযায়ী নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী মনীশ জৈন কর্তৃক 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি সম্পাদিত হবে। বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	বিক্রয় নোটিশ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	০৪.০৮.২০২৫
২.	ই-নিলাম অধীন সম্পদের অবধান এবং পর্যবেক্ষণের মেয়াদ	৪ আগস্ট ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ২৯ আগস্ট ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আগাম অনুমতি সাপেক্ষে
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতাকে বায়না জমা (ইএমডি) জমা করতে হবে ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে	২০ আগস্ট ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ দুপুর ১টার মধ্যে
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবপোর্টাল https://ibbi.baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ, সকাল ১১.৩০টা থেকে বেলা ০১.৩০ টার (প্রতিটি ৫মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্র্যান্ট লেন, বজরং ভবন, লালবাজার বাটার দোকনের নিকট, কলকাতা ১২, ইমেল ঠিকানা : ibc@sasamusasugar.com ipcamanishjain@gmail.com

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে', যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে', 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন৩২(ই) অধীনে, এনসিএলটি এর ২৪.০৬.২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী ৩ নিলাম চালু সংস্থা হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে, অধিকাংশ সম্পদ কর্পোরেট ডেটরের অবস্থিত : সকল স্থায়ী সম্পদ -সুগার মিল, আখ মাড়াই ক্ষমতা ২৫০০ টিপিডি-মেসার্স সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, অবস্থিত :পো : সাসা মুসা, থানা : কুচাইকোট, জেলা : গোপালগঞ্জ , বিহার -৮৪১৫০৫। জিপিএস কোঅর্ডিনেটস সমূহ : ২৬.৫২৩৪৪০, ৮৪.৩৫৭২৮৩। নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন সাসা মুসা-১ কিমি দূরে। নিকটতম রেলওয়ে জংশন সিওয়ান- ৩৯ কিমি দূরে। নিকটতম ডোমেস্টিক এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কুশীনগর, ৬০ কিমি দূরে। নিকটতম জাতীয় সড়ক এনএইচ২৭ (পোরবন্দর -গুজরাতে থেকে শিলচর অসমে) ১ কিমি দূরে।	০৫.০৯.২০২৫ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ৯২.২৫ কোটি টাকা ("সংরক্ষিত মূল্য")	আইএন আর ৯.২২৫ কোটি টাকা	আইএনআর ০.৫০ কোটি টাকা

নিয়ম এবং শর্তাদি :
১. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশিত সমস্ত সম্পদের বিবরণ এবং যদি কোনও বিচারাধীন আইনি মামলা থাকে, তাহলে তা নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।
২. স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং /বা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ এবং/বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৩. সফল দরদাতাকে পুরানো বকেয়া শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৪. বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত সংস্থা কর্তৃক যোগ্য দরদাতাদের নাম https://ibbi.baanknet.com ওয়েব পোর্টাল/ওয়েবসাইটে চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET)। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে https://ibbi.baanknet.com এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com/মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।**
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET) এর মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে", এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ই-নিলাম কঠোরভাবে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী https://ibbi.baanknet.com এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা আছে।
৭. সম্ভাব্য দরদাতাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের বাঙ্কনেট ই নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে হবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতাদের বাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) জমা করতে হবে।
৯. যদি দরদাতা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১০. যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের জন্য কেওয়াইসি, নথি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯.০৮.২০২৫ তারিখ বা তার আগে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।
১১. সম্পদ/সাইট পরিদর্শনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন ০৪.০৮.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ২৯.০৮.২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
১২ **ibc@sasamusasugar.com** ঠিকানায় লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর।
১৩. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০১.০৯.২০২৫ সোমবার বা তার আগে দুপুর ১টার মধ্যে।
১৪. সময়সীমার যেকোনো পরিবর্তন যোগ্য দরদাতাদের জানানো হবে।
১৫. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে প্রদত্ত বিবরণের জন্য লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মণীশ জৈন, লিকুইডেটর
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রা. লি.-বিষয় সম্পর্কিত
(লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন)
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরঙ্গ ভবন
লাল বাজার বাটা দোকানের কাছে, কলকাতা-৭০০০১২
মোবাইল ০৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৮.২০২৫

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপশ্রী ভট্টাচার্য, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৬০৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২২.০৮.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সীমা মন্ডল,** স্বামী সঞ্জিত মন্ডল, **ঠিকানা :** সাধুর বাগান, পো এবং থানা : রানাঘাট, নদিয়া, পিন : ৭৪১২০১ **এবং** নিওন রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ৩এল, ব্লক -সি, ৪র্থতল, ১৮, গুহ পার্ক (পূর্বতন ৭ গুহ পার্ক), থানা : লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ (সিলভার জুবিলি হসপিটালের নিকট) **এবং শ্রীমতি সীমা মন্ডল, স্বত্বাধিকারী -সীমা এন্টারপ্রাইজ। ঠিকানা :** ১৬৫, সাধুর বাগান, পো এবং থানা : রানাঘাট, নদিয়া-৭৪১২০১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৮ বর্গফুট কমবেশি, চারতলায়, ব্লক সি , নিওন রেসিডেন্সি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমির এবং সকল সুবিধা এবং বাস্তু জমি পরিমাণ ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি), মৌজা : লিলুয়া, থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, বর্তমান প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ১৮ গুহ পার্ক, (পূর্বতন ৭, গুহ পার্ক), ওয়ার্ড নং ৬৫, দাগ নং ১৯৯৬, খতিয়ান নং ১৪০৭ (বর্তমানে ৬৩৯), এলআর খতিয়ান নং ৬৭১৪, পিন : ৭১১২০৪, হাওড়া পৌর নিগম অধীন। **সম্পত্তি শ্রীমতি সীমা মন্ডল এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৫২৬১ -২০২১ সালের, ভল্যুম নং ১৯০১-২০২১,** পৃষ্ঠা ৩০৪৬০১ থেকে ৩০৪৬৬০, নথিভুক্ত বুক নং ১, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস এ আর এ-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত। দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির গেক্ষত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	২৯,০৪,৪১৬.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষোলো টাকা) ২৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অনুদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ) পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ২৫.০৪.২০২৪ থেকে বকেয়া	ক)২৯,৯৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৯,৮০০.০০ টাকা গ)১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৯৬৭৪৭২৯১৪৯

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১২.০৮.২০২৫
সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৪.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৯ (১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **২০.০৮.২০২৫** তারিখে **২১,৭০,৯৪০.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ সত্তর হাজার নয়শো চল্লিশ টাকা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি ০১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর পাওনা আছে **শ্রী মুকেশ সিং এবং শ্রীমতী রোমা সিং,** ৩৯৬/৪সি, এনএসসি বোস রোড, নাকতলা, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) শ্রী মুকেশ সিং ঠিকানা- ৩৯৬/৪সি, এনএসসি বোস রোড, নাকতলা, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ শ্রীমতী রোমা সিং ঠিকানা- ৩৯৬/৪সি, এনএসসি বোস রোড, নাকতলা, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ খ) শাখা: পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা	আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার ফ্ল্যাট নং আর-৩, যা ৩য় ফ্লোরে (জি+৩) চারতলা বিল্ডিং-এ অবস্থিত, এবং যার ঠিকানা ১১৫, এইচ.এল. সরকার রোড, মৌজা - বাঁশদ্রোণী, পাঁচমাথা মসজিদের কাছে, জে.এল. নং ৪৫, আর.এস. নং ৩৮১, তৌজি নং ৬৩, দাগ নং ১৩২৮ ও ১৩২৮/১৬৫৬, খতিয়ান নং ২৬৯ ও ২৭০, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১৩-এর অধীনে, ডাকঘর - বাঁশদ্রোণী, থানা - রিজেন্ট পার্ক, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১১০। **সম্পত্তিটি শ্রী মুকেশ সিং এবং শ্রীমতী রোমা সিং-এর নামে আছে। ফ্ল্যাটটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে- সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণে- সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে- সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে- সাধারণ প্যাসেজ ও সামনের ব্লক।	২১,৭০,৯৪০.০০ টাকা (একুশ লক্ষ সত্তর হাজার নয়শো চল্লিশ টাকা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি ০১.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর সুদ	ক) ২০,০০,০০০.০০ টাকা (*) (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ২,০০,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের মধ্যে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30110293135 ঙব্যাংকের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.০৮.২০২৫ থেকে ১৯.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০১.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৯ (১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক/প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, যাদবপুর শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **২০.০৮.২০২৫** তারিখে নিম্নে প্রতিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর সাপেক্ষে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক পার্ক স্ট্রিট, যাদবপুর শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর পাওনা আছে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স আনন্দ রোসোনা উদ্যোগ (ঋণগ্রহীতা) (অংশীদার: শ্রী সত্য রঞ্জন সাহা ও শ্রী দেবাশীষ বাগচী) ২. শ্রী সত্য রঞ্জন সাহা (মেসার্স আনন্দ রোসোনা উদ্যোগ-এর অংশীদার/জামিনদার) ৩. শ্রীমতী শিল্পা সাহা (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী সত্য রঞ্জন সাহা **৪. শ্রী দেবাশীষ বাগচী (মেসার্স আনন্দ রোসোনা উদ্যোগ-এর অংশীদার/বন্ধকদাতা ও জামিনদার) ৫. শ্রীমতী কৃষ্ণা বাগচী (বন্ধকদাতা ও জামিনদার),** স্বামী- শ্রী দেবাশীষ বাগচী **সবার ঠিকানা:** ৩/২, চিত্তরঞ্জন কলোনি, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২। **এছাড়াও-** ৭/২৭, পোদ্দার নগর, পোদ্দার নগর পোস্ট, যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৮। **খ) শাখা: যাদবপুর**	কমবেশি প্রায় ২ কাঠা ৬ ছটাক ৫ বর্গফুট পরিমাপের সম্পত্তি এবং তার মধ্যে একটি বহুতল ভবনের দ্বিতীয় ফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত সুজন আবাসিক বিল্ডিং এর ফ্ল্যাট নং ৭, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৫০০ বর্গফুট। এতে আছে ২ টি বেডরুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং রুম, ১ টি টয়লেট, কভারড স্পেস এবং জমি, সাধারণ এলাকা ও সাধারণ সুবিধাগুলির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার। মৌজা - আরাকপুর, জে.এল. নং ৩৯, সি.এস. দাগ নং ১৪৮, ই.পি. নং ৮৬, এস.পি. নং ২২২, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৭/২৬, পোদ্দার নগর, নতুন প্রেমিসেস নং ৩৯১/১৬৯, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা - যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০ ০৬৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- কলোনির সীমানা দ্বারা, দক্ষিণে- ই.পি. নং ১০২ (এসপি-২২১) দ্বারা, পূর্বে- ই.পি. নং ৮৭ (এসপি-২২৩) দ্বারা, পশ্চিমে- ৬ ফুট প্রশস্ত কলোনি রোড দ্বারা।	৫১,৮৮,৩২৩.০০ টাকা (একান্ন লক্ষ আটাশি হাজার তিনশো তেইশ টাকা মাত্র) **২৯.০৬.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি ৩০.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর সুদ।	ক) ১৪,০০,০০০.০০ টাকা (*) (চৌদ্দ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ১,৪০,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের মধ্যে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB20507367590A ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক দখল
২.	**ক) ১. মেসার্স প্রভা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী মৌমিতা দাস) ২. শ্রীমতী মৌমিতা দাস (স্বত্বাধিকারী),** স্বামী- শ্রী বিশ্বনাথ দাস **৩. শ্রী বিশ্বনাথ দাস,** পিতা- শ্রী কৃষ্ণপদ দাস **সবার ঠিকানা:** ৬৩/৭, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কদমতলা, হাওড়া- ৭১১ ১০১। এছাড়াও- ৯১/৭, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১ ১০১। **এবং এছাড়াও-** ১১/৭, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১ ১০১। **খ) শাখা: যাদবপুর**	হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৪৩, পো - কদমতলা, থানা- ব্যাঁটরা, জেলা - হাওড়া, পিন-৭১১ ১০১-এর অধীনে হোল্ডিং নং ৬৩/৭, বৃন্দাবন মল্লিক লেনে অবস্থিত ৩ কাঠা ৩ ছটাক পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা **শ্রী বিশ্বনাথ দাসের নামে আছে।** এটির বুক নং- ১, ভলিউম নং- ১৮, পৃষ্ঠা ২১ থেকে ২৯, দলিল নং ৮১৮/১৯৯৩। এর **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- সাধারণ প্যাসেজ এবং জহরলাল দাসের দোতলা বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে- উত্তম দাসের দোতলা বাড়ি দ্বারা, পূর্বে- মন্মথ পাঁজার তিনতলা আবাসিক বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে- সাধারণ প্যাসেজ এবং ডাবু পাঁজার দোতলা বাড়ি দ্বারা।	২৯,৪৬,৪৬০.০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশো ষাট টাকা মাত্র) **২৯.০৬.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি ৩০.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর সুদ।	ক) ২৭,৫০,০০০.০০ টাকা (*) (সাতাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৭৫,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের মধ্যে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50159911012A ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.০৮.২০২৫ থেকে ১৯.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ৩০.০৬.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কোন্নগরে তৃণমূল নেতা খুনের মূল চক্রী বাঘা গ্রেপ্তার, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪

বনস্পতি দে

কোন্নগর: কোন্নগরের তৃণমূল নেতা পিণ্টু চক্রবর্তীকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও একজন। ধৃতের নাম ভোলানাথ দাস ওরফে বাঘা। এই নিয়ে মোট চার জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে খুনের মোটিভ হিসেবে উঠে এসেছে জমি সংক্রান্ত বিবাদ। হুগলির তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনার তিন দিনের মধ্যেই কিনারা করল পুলিশ। মূলত, সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, তৃণমূল নেতা পিণ্টু চক্রবর্তীকে খুনের জন্য তিন লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বারাসত ও শাসনের দুই যুবককে এই খুনের ঘটনায় কাজে লাগানো হয়। কানাইপুরেরই বিশ্বনাথ দাস ওরফে বিশা তিন লক্ষ টাকা দিয়ে শাসনের বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও বারাসতের দীপক মণ্ডলকে ভাড়া করে বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

গত ৩০ জুলাই খুন হন কোন্নগরের কানাইপুরের গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল নেতা পিণ্টু চক্রবর্তী ওরফে মুন্না। গ্যাসের গোডাউন থেকে বেরোতেই দুই দুষ্কৃতী তাঁকে পিছন থেকে কাটারি দিয়ে মারতে থাকে। এলোপাথাড়ি কোপ মারা হয় পিণ্টুকে। তদন্তে উঠে এসেছে, এই খুন রীতিমতো রেইকি করে করা হয়েছে। বুধবার খুনের ঘটনা ঘটে। দিন দু'য়েক আগে বিশার বাড়িতে এসে উঠেছিল দুই সুপারি কিলার। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তৃণমূল নেতা পিণ্টু গ্যাসের গোডাউন থেকে বাইকে করে বেরনোর সময়ে দু'জন তাঁর ওপর চড়াও হয়। পিছন থেকে তারা ওই তৃণমূল নেতাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, খুন করার পর বেশ কিছুটা রাস্তা হেঁটে যায় তারা। পরে বিশাই স্কুটিতে তাদের স্টেশনে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে দেয়। ডিসিপি আরও জানান, জেরায় দুই সুপারি কিলার জানিয়েছে, বিশাই তাদের এই কাজে লাগায়। কানাইপুরে জমি কেনাবেচা নিয়ে বিবাদ হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। সেই ঘটনায় আগেই গ্রেপ্তার হয় কানাইপুরের বিশ্বনাথ দাস ওরফে বিশা এবং দুই সুপারি কিলার বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও দীপক মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে খবর, বাঘা ও তাঁর ভাই বিশা এই ঘটনার মূলচক্রী। স্থানীয় সূত্রে খবর, হুব্বা শ্যামলের ভয়ে এক সময়ে এলাকা ছাড়ে বাঘা। হুগলি থেকে গিয়ে বাঁকুড়ায় থাকা শুরু করে।

বিশা, দীপক ও বিশ্বজিৎকে তিন লক্ষ টাকার সুপারি দিয়েছিল বলে জানতে পারে পুলিশ। সেই ঘটনায় এবার পুলিশের জালে বিশার দাদা বাঘা। পুলিশ সূত্রে খবর, বাঘা 'গ্যাংস্টার', দাপুটে দুষ্কৃতী সে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস জানান,' বাঘাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জেরা করে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ জানতে পেরেছে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এই খুনের ঘটনা। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছি। বিশা এই খুনের সঙ্গে কী ভাবে যুক্ত হল, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্ত চলছে। আর কেউ যুক্ত আছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' রবিবার ধৃতদের পুলিশ শ্রীরামপুর কোর্টে তুললে বিচারক ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে বাঘাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাঘা কানাইপুরের ত্রাস ছিল। কোন্নগরেরই ধর্মডাঙা এলাকায় থাকত শ্যামল দাস ওরফে হুব্বা শ্যামল। এমনও খবর, এক সময়ে হুগলির 'ত্রাস' হুব্বা শ্যামলের ভয়ে এলাকা ছাড়ে বাঘা। তাকে হুব্বা শ্যামলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করা হতো। যদিও সবটাই কানাঘুষো।

দ্বারকেশ্বরের জলে সেতু বিপর্যয়

প্রধান শিক্ষকের আবেদনে খানাকুলে নদী পার হতে বিনামূল্যে নৌকো পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ষার মরসুমে টানা বৃষ্টিপাত রাজ্য জুড়ে। দ্বারকেশ্বর নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় সেতু ভেঙে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। নদী পথে ছাত্রছাত্রীরা আসতে না-পাড়ায় স্কুলের পঠন পাঠন বন্ধের মুখে। কান্নায় ভেঙে পড়েন খানাকুলের সেকেন্দারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। এই খবর জানাজানি হতেই, হস্তক্ষেপ করে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। দ্রুত ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে পাঠানোর জন্য কানা দ্বারকেশ্বর নদীতে নৌকো চলাচলের ব্যবস্থা করে ব্লক প্রশাসন। হাসি ফোটে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে খানাকুলের সেকেন্দারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের। কথা দিয়ে কথা রাখে প্রশাসন। নৌকো চলাচল চালু হওয়ায় প্রায় ৫০-৬০ জন ছাত্রছাত্রী আবারও পঠন পাঠনে যোগ দেয়। জানা গেছে, কানা দ্বারকেশ্বর নদীতে জল বাড়লেই হেলান, মইখণ্ড, খামারগুঁড়ি, গৌড়ন-সহ দুই পাড়ের কয়েকশো মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে সেকেন্দারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পড়াশোনা শিকেয় ওঠে। প্রধান শিক্ষিকা স্কুলের পরিস্থিতি দেখে হতাশা প্রকাশ করেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রশাসনের কাছে তার আবেদন ছিল, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দ্রুত নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করা হোক। খানাকুল এক নম্বর ব্লক প্রশাসন সেই আবেদনে সারা দিয়ে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করে। একেবারে বিনামূল্যে নৌকো চলাচল চালু হয়। আর এই নৌকো পরিষেবার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, খানাকুল এক নম্বর ব্লকের বিডিও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি-সহ সভাপতি মিন্টু পাল, হুগলি জেলা পরিষদের কো-মেন্টর শেখ হায়দার আলি-সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে বিডিও অরিন্দম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নৌকো চলাচল চালু হওয়ায় প্রধান শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা আজ হাসছে। এটা দেখে ভাল লাগছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল, দ্রুত উন্নয়নের কাজ করা। সেই নির্দেশ মত স্কুলে বাচ্চাদের পঠনপাটনের জন্য নৌকা চালানোর ব্যবস্থা করা হলো। সব সময় ভালো কাজ করা উচিত। বিদ্যার অধিকার সবার আছে। তাই দ্রুত নৌকা চালু করা হল।' অপরদিকে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চম্পা মণ্ডল হাজরা বলেন, 'খুব আনন্দিত। বহু ছাত্র-ছাত্রী আবারও স্কুলে ফিরে এসেছে। নৌকা চালু হওয়াটা, বিরাট পাওনা।' পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মিন্টু পাল বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসতে পারছিল না। খবর পাওয়ার পরেই আমরা নৌকার ব্যবস্থা করেছি। এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।' সবমিলিয়ে আবারও নৌকো করে স্কুলে যেতে পারায় খুশি ছাত্র মহল।

মাটির বাড়ির দেওয়াল ধসে ফের মৃত্যু এক শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের মাটির বাড়ির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল এক শিশুর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংপাড়া গ্রামে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এই ঘটনাকে ঘিরেও শুরু হয় শাসক বিরোধী তরজা।

চলতি বছর বর্ষার শুরু থেকেই নিম্নচাপের প্রভাবে এমনিতেই ক্ষতিগ্রস্ত বাঁকুড়া জেলার বহু কাঁচা বাড়ি। চলতি সপ্তাহে লাগাতার বৃষ্টিতে সেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সেই লাগাতার বৃষ্টিতে এবার কাঁচা মাটির বাড়ির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল তিন বছরের এক শিশুর। জানা গেছে, পাত্রসায়ের ব্লকের বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংপাড়া গ্রামের কিরণ লোহার নামের এক শিশু কন্যা বাড়ির সামনে অপর একটি শিশুর সঙ্গে খেলা করছিল। সকাল সাড়ে সাতটার আশপাশে আচমকাই বাড়ির একটি দেওয়াল ধসে পড়ে কিরণ লোহারের ওপর। ঘটনা নজরে আসতেই পরিবারের লোকজন ওই শিশুকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত শিশুর পরিবারের দাবি, আবাস যোজনায় পাকা বাড়ির জন্য তাঁরা আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তালিকায় নাম আসেনি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দাবি, আজ পাকা বাড়ি থাকলে এভাবে কোলের শিশুটিকে প্রাণ হারাতে হত না। দেওয়াল চাপা পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রের সরকার আবাস প্রকল্পে এরাজ্যের জন্য বরাদ্দ টাকা আটকে না-রাখলে এমন দুর্টনার মুখে পড়তে হত না পরিবারটিকে। পাল্টা বিজেপি এই ঘটনার যাবতীয় দায় ঠেলেছে রাজ্য সরকারের দিকেই।

বিজেপির বিরুদ্ধে মহামিছিল বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও বাংলার স্বাভিমান রক্ষার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধ এক জনগর্জন মহামিছিল অনুষ্ঠিত হল রবিবার বিকেলে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মণ্ডলের নেতৃত্বে এদিন হাসনাবাদ বাস স্ট্যান্ড থেকে টাকি রাজবাড়ি ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার লম্বা ১০ হাজার মানুষের এক অভিনব মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছেলে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। এদিনের মিছিল থেকে শপথ নেওয়া হয় 'বাংলা ভাষার মর্যাদা, বাঙালির অধিকার ও বাংলার সংস্কৃতি রক্ষায় আমরা কোনও আপোষ করব না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠব, প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়ে রাখব।' এদিনের মিছিলের আকর্ষণ ছিল একাধিক সুসজ্জিত ট্যাবলো। কোনওটি ছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নিপীড়নের মডেল, কোনওটি ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার অবয়ব, কোনওটি আবার ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন শ্রমিকের ছবি ইত্যাদি। প্রতিটি ট্যাবলোই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনার ইঙ্গিতপূর্ণ অলঙ্করণ। শাহানুর মণ্ডল বলেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লাগাতার বংলার ওপর বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি এসআইআর-এর নামে বাংলা ও বাঙালির ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। বাংলাকে অপমান করছে। বসিরহাট তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি তাই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেনাপতিত্বে এদিন এই অভিনব মহামিছিলের আয়োজন করেছিলাম। মানুষ মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ও বাংলা এবং বাঙালির অপমানের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে যোগদান করেছে।' ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, 'স্বল্প সময়ের ডাকে এদিনের মিছিলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি জানান দিয়ে দিয়েছে বিজেপিকে গ্রামবাংলার মানুষ বর্জন করে দিয়েছে।'

'হিন্দু রক্ষার যাত্রা'য় দিঘা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা: 'ধর্ম রক্ষতি' এই বাণীকে সামনে রেখেই রবিবার দিঘা থেকে রাজ্যজুড়ে হিন্দু সংস্কৃতির ওপর 'পরিকল্পিত আঘাত' ও 'প্রশাসনিক প্রশ্রয়ে' হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে 'হিন্দু ঐক্য যাত্রা' করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিছিল শেষে সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির প্রসঙ্গে শুভেন্দুর মন্তব্য, 'এটা জগন্নাথ মন্দির নয়, এটা জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার। পুরীর মন্দিরে উৎকল, সংস্কৃত-সহ চারটি ভাষায় লেখা থাকে। হিন্দু ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর দিঘার মন্দিরে বিধর্মীরাও ঢুকছে, তাই রথের দিন চাকা ঘোরেনি, নারকেলও ফাটেনি।' তিনি আরও বলেন, 'যিনি রামমন্দির উদ্বোধনের দিনে সেখানে না গিয়ে পার্ক সার্কাসে মিছিল করেন, তিনি কখনও হিন্দু হতে পারেন না।' মঞ্চ থেকে তাঁর আহ্বান, 'আমাদের স্লোগান হিন্দুস্তান, জয় শ্রীরাম, জয় হিন্দ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দেওয়া ভারত মাতা কি জয়।' পদযাত্রার মাধ্যমে তিনি বার্তা দেন, 'সনাতনীরা এখনও ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী।'

গোরু-কাণ্ডে এবার বিজেপি কর্মীদের মেরে হাত-পা ভাঙার হুমকি তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার দুপুরে বাঁকুড়ার বড়জোড়ার হাট আশুড়িয়া এলাকা থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে করে দামোদর ব্যারেজ হয়ে দুর্গাপুরে ঢুকেছিল একটি গোরু বোঝাই গাড়ি। তারপর দুর্গাপুরের গ্যামন ব্রিজ হয়ে জেমুয়া এলাকায় যাওয়ার কথা ছিল। তখনই গ্যামন ব্রিজ এলাকায় বিজেপির যুবনেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ওই গোরু বোঝাই গাড়িটি আটকায়। গাড়ির চালককে ঘাড় ধরে নামাতে দেখা যায় এবং গাড়িতে থাকা বেশ কয়েকজনকে লাঠিপেটা করতে দেখা যায়। হাতে দঁড়ি বেঁধে মারধর করতেও দেখা যায়। এমনকি কান ধরে অত্যাচার করতেও দেখা যায়। ঘটনায় পাল্টা জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে কোকওভেন থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলেন, 'হাট আশুড়িয়া হাট থেকে জেমুয়া এলাকার কিছু চাষি গোরু নিয়ে আসছিল। কিন্তু তাদের থামিয়ে মারধর করে বেশ কিছু দুষ্কৃতী। প্রত্যক্ষ মদত ছিল বিজেপির।' এবার এই ঘটনা এই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের হুমকি দিতে দেখা গেল পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূলের যুব সভাপতি পার্থ দেওয়াশিকে। 'একেবারে মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার' হুমকি সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপ চক্রবর্তী জানান, 'তৃণমূলের যুব সভাপতি হোক বা জেলা সভাপতি সকলেই ভয় খেয়েছেন আর সেই জন্যই বিজেপি কর্মীদের মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। তবে বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা থেমে থাকার পাত্র নয়।' তিনি বলেন, 'যেখানেই অন্যায় হবে তাতে অবৈধ কয়লা পাচার হোক, লোহা পাচার হোক, বালি পাচার হোক বা অবৈধভাবে গোরু পাচার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রুখে দাঁড়াবে।'

কয়লা খনির ভারী যানবাহন চলাচলে রাস্তার বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: কয়লা খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার মানুষের নিত্য ব্যবহার্য রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল। এমনিতেই খনি অঞ্চলের রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো নয়। তার ওপর প্রবল বৃষ্টির কারণে রাস্তায় যেন পুকুরে পরিণত হয়েছে। নিত্যদিন ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা, হামেশাই উল্টে যাচ্ছে টোটোর মত ছোট যানবাহন, ছোটখাটো আঘাত পাচ্ছে পথ চলতি মানুষজন। এই রাস্তাগুলির বেশিরভাগ অংশই ইসিএল-এর দেখাশোনায় চলে। বর্তমানে রাস্তার অবস্থার উন্নতির জন্য ইসিএল যেন চোখ বন্ধ করে আছে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কুমারডিহি থেকে উখড়া যাওয়ার জন্য দুটি প্রধান রাস্তা ছিল। বর্তমানে দুটি রাস্তায় চলাচলের অযোগ্য। ইসিএল-এর অর্থানুকুল্যে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই রাস্তাগুলির সংস্কার হয়েছিল। পাণ্ডবেশ্বরের জোয়ালভাঙা থেকে কুমারডিহি হয়ে উখড়া যাওয়ার প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি হয়েছিল যা বছর ফিরতেই যেন খানাখন্দে ভরা। রাস্তা কেমনভাবে তৈরি হয়েছিল? রাস্তা তৈরিতে কেমন সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল? তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। কুমারডিহি এবিপি কোলিয়ারি পাঁচ নম্বর জলভাঙা এলাকার মানুষজন উখড়া যাওয়ার বিকল্প রাস্তা হিসেবে শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম দিয়ে সর্দি মোর হয়ে উখরা যেতে হতো যদিও এই রাস্তা ঘুর পথে হলেও বিপদমুক্ত ছিল। ইদানিং ইসিএল এর বাকোলা এরিয়ার তিলাবনী কোলিয়ারির এমডিও প্রজেক্ট শুরু হওয়ায়, প্রতিনিয়ত দশ টাকা ও ১৬ চাকার কয়লা বোঝাই যানবাহন যাতায়াত করার কারণে রাস্তা ভেঙে চৌচির। চার চাকা তো দূরত্ব বাইক নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে পার হতে গেলেই জীবন হাতে নিয়ে যেতে হচ্ছে স্থানীয়দের। অথচ এই রাস্তা রাহাল ফেরাতে হুঁশ নেই ইসিএল, জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত প্রশাসনের। কুমারডিহি থেকে সরফি মোট পর্যন্ত মোট ২. ৫০ কিলোমিটার রাস্তা বছর দুয়েক আগে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ৩৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৩৮ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল। দু'বছর রাস্তা যেন মরণফাঁদ, যে কোনও সময় মৃত্যুর হাতছানি। এই রাস্তা দিয়ে পারাপার করতে গেলে যেকোনও সময় স্বয়ং যমরাজের সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা। অন্যদিকে এই রাস্তা প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের নেত্রী সুনীতি মণ্ডল জানান, 'রাস্তার অবস্থা সত্যিই খারাপ একথা অস্বীকার করার নয়। তবে ইতিমধ্যেই এই রাস্তা নিয়ে জেলা পরিষদ ও ইসিএল-এর মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। বর্ষা শেষ হতেই এই রাস্তা নতুনভাবে তৈরি হবে মানুষ বিপদমুক্ত হবে।'

প্লাবিত এলাকায় বিনামূল্যে ট্রাক্টর চালু বিজেপি শাসিত পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ৪৫ দিন ধরে জলের তলায় আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের মাড়োখানা, জগৎপুর ও ধান্যনগরীর কিছু অংশ। অত্যন্ত করুণ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ওইসব প্লাবিত এলাকার মানুষ।

আরামবাগ মহকুমার মধ্যে খানাকুল বিধানসভা নদী দ্বারা বেষ্টিত। স্বাভাবিকভাবেই অতিবৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা। স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই বন্ধ খানাকুলের প্রত্যন্ত নদীবাঁধ এলাকায়। এই সমস্ত অসহায় মানুষের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে তৎপর হল খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। প্লাবিত এলাকায় শুরু হল বিনামূল্যে ট্রাক্টর পরিষেবা।

খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপি পরিচালিত। বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের উদ্যোগে এই পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ট্রাক্টর পরিষেবা চালু করা হয়। রাস্তার স্রোতের ওপর দিয়ে চালু হল ট্রাক্টর পরিষেবা। টানা বৃষ্টির ফলে খানাকুল এলাকার একাধিক রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতের অসুবিধা দূর করতে পঞ্চায়েত সমিতি এই উদ্যোগ নেয়। এই বিষয়ে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারছেন না। জল বাড়ছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার জল দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী ও রুপনারায়ণের জল ওই সব গ্রামগুলিকে প্লাবিত করে রেখেছে। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা চলছে। তাই খানাকুল পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ট্রাক্টর পরিষেবা চালু করা হল। মাড়োখানা এলাকার দুটো ট্রাক্টর দেওয়া হয়েছে। জগৎপুরে ট্রাক্টর চলছে। ধান্যনগরীতেও ট্রাক্টর পরিষেবা চালু করা হবে। সরকারের কোনও হেলদোল নেই। সরকারি ত্রাণও সেইভাবে নেই। ত্রিপল দিয়েছে যৎ-সামান্য। সমস্যা আছে। সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজেপি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছে।'

তীর্থযাত্রীরা প্রতীকী ট্রাম টেনে নিয়ে তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছেন। শ্রীরামপুরে তোলা ছবি।

ইন্দাসের স্কুলে কমিউনিটি কিচেন চালু করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে জল জমে বানভাসি অবস্থা বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলবন্দি একাধিক গ্রামের বহু পরিবার। এবার সেই জলবন্দী পরিবারগুলিকে স্থানীয় হাইস্কুলে সরিয়ে সেখানে কমিউনিটি কিচেন শুরু করল বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার পুলিশ।

উপর্যুপরি নিম্নচাপের জেরে এমনিতেই নাকাল অবস্থা সাধারণ মানুষের। তার ওপর গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে জমা জলে প্রায় বানভাসি অবস্থা বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের গোকুলচক ও শান্তাশ্রম গ্রামের বহু পরিবারের। কিছু পরিবারের অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে বাড়িতে রান্না করার জায়গাটুকুও নেই। কাঁচা বাড়ি হওয়ায় রয়েছে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। এই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষদের চিহ্নিত

করে গতকাল দুপুর থেকেই স্থানীয় গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবন সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করে ইন্দাস থানার পুলিশ। সেখানেই আপাতত কমিউনিটি কিচেন তৈরি করে দূর্গত মানুষদের দুবেলা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে একদিকে ওই দুটি গ্রামের কিছু পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়েছিল অন্যদিকে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় তাঁদের স্থানীয় হাইস্কুলে সরাতে হয়। দূর্যোগ কাটলে দূর্গতদের ফের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

গাঁজা ও গুলি ভর্তি পিস্তল-সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: বিপুল পরিমাণে গাঁজা ও গুলি ভর্তি পিস্তল-সহ পুলিশের জালে কুখ্যাত দুষ্কৃতী। বড়সড় সাফল্য বসিরহাট পুলিশ জেলার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম পোলতার বাসিন্দা বিশ্বনাথ মণ্ডলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের কাছে অভিযোগ আসছিল। শনিবার গভীর রাতে স্বরূপনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিন্দম হালদারের কাছে গোপন সূত্রে একটি খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে হানা দেওয়া হয় পশ্চিম পোলতা এলাকায়। সেখান থেকে বিশ্বনাথ মণ্ডল নামের ওই দুষ্কৃতীকে তার বাড়ি থেকে পাকড়াও করে পুলিশ। বিশ্বনাথের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩০ কিলো গাঁজা। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে একটি ৭ এমএম পিস্তল ও ৯ রাউন্ড গুলি। সমস্ত উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। ধৃতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্র ও কোনও দুষ্কৃতী দলের যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

টানা বৃষ্টিতে ফের বন্যার কবলে ঘাটাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: নিম্নচাপের টানা বর্ষণের জেরে দেড় মাসের মধ্যে চারবার বন্যার কবলে পড়েছেন ঘাটালবাসী। রূপনারায়ন ও শীলাবতী নদীর জলস্তর ক্রমশ বাড়তে থাকায় ঘাটালের বন্যার পরিস্থিতি কই রকম রয়েছে। ঘাটাল পুরসভা এলাকার ১২টি ওয়ার্ড এবং ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েত এলাকা প্লাবিত রয়েছে। ঘাটালের আড়গোড়া-সহ কয়েকটি অঞ্চলে নৌকো চলছে। বন্যার্তদের জন্য সরকারিভাবে খাবার পৌঁছানো হচ্ছে। রয়েছে মেডিক্যাল ক্যাম্প। ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়লেও সব রকম ভাবেই প্রস্তুত রয়েছে বলে ঘাটালের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস জানিয়েছেন। রূপনারায়ণ ও শিলাবতী নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে ঘাটাল এলাকার বেশিরভাগ চাষের জমি জলের তলায় রয়েছে। এরফলে চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। গত দেড় মাস ধরে বন্যা পরিস্থিতি চলতে থাকায় প্রায় ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ ৬০-৭০টি আইসিডিস সেন্টার বন্ধ রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হবে বলে মহকুমাশাসক জানিয়েছেন। রবিবার নৌকায় করে বন্যাকবলিত বেশ কয়েকটি এলাকায় ত্রাণ বিলি করেছেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট।

কিশোর কুমারের প্রাক জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারের প্রাক জন্মদিন পালিত হল বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে। সোমবার ৪ অগস্ট ই বিশিষ্ট মানুষটির ৯৬ তম জন্মদিন। তার আগের দিন অর্থাৎ রবিবার সন্ধ্যেয় বারাসাত কিশোর কুমার সঙ্গীত লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তাঁর প্রাক জন্মদিন দিন পালিত হয়। বিশিষ্ট কিশোর কণ্ঠী গৌতম ঘোষ, তরুণ সরকার-সহ আরও আনেকে এদিন তাঁদের গুরুদেবের গান করে তাঁকে জন্মদিনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, আইনটিটিইউসি'র বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তাপস দাসগুপ, সুনীল মুখার্জি, অরুণ ভৌমিক। সহ বিশিষ্ট জনেরা। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে এদিন নারায়ণ গোস্বামী ও তাঁর ছেলে একটি করে গান করেন। কিশোর কুমারের প্রাক জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র ভবনে দর্শকের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সত্যের জয় হয়েছে, মন্তব্য সাধ্বী প্রজ্ঞার

ভোপাল, ৩ অগস্ট: মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার রায় প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন বিজেপি নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। রবিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাধ্বী প্রজ্ঞা বলেছেন, 'সত্যের জয় হয়েছে। ধর্ম ও সত্য আমাদের পক্ষে ছিল, তাই আমাদের জয় নিশ্চিত। সত্যমেব জয়তে! আমি আগেও এটা বলেছিলাম এবং এখন এটা প্রমাণিত হয়েছে। বিধর্মীদের, দেশদ্রোহীদের মুখ কালো হয়েছে। তারা জবাব পেয়েছে। দেশ

সবসময় ধর্ম ও সত্যের সঙ্গে ছিল এবং সবসময় থাকবে।' উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় এনআইএ আদালত সম্প্রতি সমস্ত অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করেছে, যার মধ্যে সাধ্বী প্রজ্ঞাও রয়েছেন।

সাধ্বী প্রজ্ঞা এদিন আরও বলেন, 'আদালতের সিদ্ধান্ত একেবারে স্পষ্ট। যারা এটিকে 'গেরুয়া সন্ত্রাস' বলে অভিহিত করেছেন, তাদের মুখে এটি একটি চপেটাঘাত। তারা আগেও এটিকে 'গেরুয়া সন্ত্রাস' এবং

রবিবারও অব্যাহত সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই

শ্রীনগর, ৩ অগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরে এক সংঘর্ষে দুই সন্ত্রাসবাদী নিহত হওয়ার একদিন পর, নিরাপত্তা বাহিনী কুলগাম জেলায় সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান ফের শুরু করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ রবিবার কুলগামের আখাল এলাকায় নতুন করে শুরু হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ কাশ্মীর জেলার আখালের একটি বনাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করার পর রাতভর এই সংঘর্ষ শুরু হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক গুলি বিনিময়ের পর, রাতের জন্য অভিযান স্থগিত রাখা হয়। ঘেরাও অভিযান আরও জোরদার করা হয় এবং এলাকায় অতিরিক্ত সেনা পাঠানো হয় বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। শনিবার সকালে আবার গুলিবর্ষণ শুরু হয়, সে সময় তিন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়। নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ রবিবার কুলগামের আখাল এলাকায় আবার শুরু হয়েছে।

খালে গাড়ি, মৃত ১১ জন

গোন্ডা, ৩ অগস্ট: উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে সরযূ খালে পড়ে গেল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। এছাড়াও ৪ জন আহত হয়েছেন।

রবিবার গোন্ডার ইতিয়াথোক থানা এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গাড়িটিতে ১৫ জন যাত্রী ছিলেন এবং তাঁরা পৃথ্বীনাথ মন্দিরে পূজার্চনা করতে যাচ্ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিহতদের আত্মীয়দের জন্য ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা মতিগঞ্জ থানা এলাকার সিহাগাঁও থেকে খাড়গুপুরের পৃথ্বীনাথ মন্দিরে জলাভিষেকের জন্য যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁদের বোলেরো গাড়িটি সরযূ খালে পড়ে যায় এবং ডুবে যায়। পথচারীরা বোলেরো গাড়িটি খালে পড়ে যেতে দেখে স্থানীয় পুলিশ এবং গ্রামপ্রধানকে খবর দেন। ইতিয়াথোক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডুবে যাওয়া গাড়ি থেকে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের মৃতদেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার সময় বোলেরোতে ১৫ জন ছিলেন, যাঁদের সকলেই জেলার মতিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।

কয়েদি নম্বর ১৫৫২৮, নতুন পরিচয় রেভান্নার

বেঙ্গালুরু, ৩ অগস্ট: বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা অগ্রহার কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে নতুন পরিচয় প্রাক্তন জেডি(এস) সাংসদ প্রজ্বল রেভান্নার- কয়েদি নম্বর ১৫৫২৮। ধর্ষণের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার নাতি রেভান্নার। রবিবার থেকে সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসাবে কারাবাস শুরু হল তাঁর। কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, জেলের অন্য আসামিদের মতোই সব নিয়ম মেনে চলতে হবে প্রাক্তন সাংসদকে। পরতে হবে কয়েদিদের সাদা পোশাক। প্রতিদিন আট ঘণ্টা শ্রমদান করতে হবে তাঁকে। সংশোধনাগারে বাগানচর্চা, সবজি চাষ, কাঠের কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে রেভান্নাকে। সংশোধনাগার সূত্রে খবর, আপাতত অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে মাসে ৫২৪ টাকা করে পারিশ্রমিক পাবেন রেভান্না। পরে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে অর্ধদক্ষ বা দক্ষ তালিকাভুক্ত করা হবে। সে ক্ষেত্রে তাঁর পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পাবে। কর্নাটকের হাসান জেলায় একটি খামারবাড়িতে পরিচারিকাকে আটকে রেখে বার বার ধর্ষণ করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ওই সময়ের ছবি এবং ভিডিয়ো তুলে রেখে পরে নির্যাতিতাকে হুমকি দেওয়া থেকে শুরু করে নানাবিধ অভিযোগ আনা হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নাতির বিরুদ্ধে। কর্নাটক পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গত এপ্রিল মাসে প্রজ্বলের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল।

গডকরির নাগপুরের বাড়িতে বোমার হুমকি!

নাগপুর, ৩ অগস্ট: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরির নাগপুরের বাড়িতে বোমার হুমকি! নাগপুরের ওয়ার্ধা রোডের বাসভবনে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। পুলিশ হেল্পলাইন ১১২ নম্বরে ফোন করে এই হুমকি দেওয়া হয়।

নাগপুর জোন ১-এর ডিসিপি রুশিকেশ রেড্ডি রবিবার বলেন, 'এদিন সকাল ৯টা নাগাদ আমাদের ১১২ নম্বরে একটি ফোন আসে, যেখানে বলা হয় নীতিন গডকরির বাসভবনে বোমা রাখা হয়েছে এবং এটি বিস্ফোরণ হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বম্ব স্কোয়াড সক্রিয় করি এবং বাড়ির নিরাপত্তা বাহিনীকে অবহিত করি।' পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

অন্ধ্রে খাদানে ধস, মৃত ৬ শ্রমিক

হায়দরাবাদ, ৩ অগস্ট: পাথর খাদানে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৬ শ্রমিকের। আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বাপটলা এলাকার এক গ্রানাইট পাথরের খাদানে। দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের সকলেই ওড়িশার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। আহতদের অনেকেরই অবস্থা গুরুতর। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর তৎপর হয়েছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে বাপটলা জেলার বল্লিকুরবায় অবস্থিত সত্যকৃষ্ণ পাথর খাদানে। খননের সময় এক বিরাট পাথর সরে যাওয়ার ফলে বড়সড় ধস নেমে পাথরের নীচে চাপা পড়েন শ্রমিকরা। ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ১৬ জন শ্রমিক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জনের। আহত হন বাকিরা। তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে নামে প্রশাসন। আহত ১০ জনকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বাপটলা জেলার পুলিশ সুপার তুষার ডুডি। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, ওই খনিতে পর্যাপ্ত সুরক্ষাবিধি পালন করা হয়নি। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার খবর জানার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। কেন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আহতরা যাতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা পান তার ব্যবস্থা করার জন্য। আহতরা সকলেই নরসারাবপেটের এক সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

আবার ভূমিকম্প রাশিয়ায়, ৬০০ বছর পর জেগে উঠল আগ্নেয়গিরি

মস্কো, ৩ অগস্ট: মাত্র দিনচারেকের ব্যবধানে ফের কেঁপে উঠল রাশিয়া। রবিবার সেদেশের কুরিল দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রায় কম্পন অনুভূত হয়। তবে বড়মাপের কম্পন হলেও ওই অঞ্চলে এখনও সুনামি সতর্কতা জারি হয়নি। উল্লেখ্য, লাগাতার ভূমিকম্পের জেরে কামচাটকার ক্রাশেনিন্নিকোভ আগ্নেয়গিরি ফের জেগে উঠেছে। ৬০০ বছর পর ফের এই আগ্নেয়গিরিটি সক্রিয় হয়েছে।

গত বুধবার সকালে ৮.৮ মাত্রার বিরাট কম্পনে কেঁপে ওঠে রাশিয়া। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল রাশিয়ার পূর্ব ক্ষেত্র কামচটকা উপদ্বীপ। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আমেরিকা, জাপান-সহ একাধিক দেশে কম্পন অনুভূত হয়। ঘটনার পর রাশিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে সুনামির বিরাট ঢেউ দেখা যায়, যার উচ্চতা প্রায় ১৩ ফুট। ঘটনার পর জারি করা হয় সুনামি সতর্কতা। উপকূলের মানুষকে দ্রুত এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তারপরেই রাশিয়ার পূর্ব উপকূলের কুরিল দ্বীপে এবং জাপানের হোক্কাইডো উপকূলবর্তী এলাকাতে আছড়ে পড়ে সুনামির ঢেউ। জাপান, রাশিয়ার পর আমেরিকাতেও আছড়ে পড়ে সুনামি। ক্যালিফোর্নিয়া এবং হাওয়াই উপকূলে দেখা যায় প্রলয় ঢেউ। ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কম্পন রাশিয়ায়। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বুধবারের ভূমিকম্পের আফটার শকেই রবিবার ফের কেঁপেছে পূর্ব রাশিয়ার বেশ কিছু এলাকা। অনুমান করা গিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই অঞ্চলে আফটার শক চলবে।

ময়দান

আবারও গিলদের অবিশ্বাস্য কামব্যাকের সাক্ষী হল ওভাল! শেষ দিনে চাই ৪ উইকেট, ইংল্যান্ডের দরকার ৩৫ রান

ওভাল, ৩ অগস্ট: ওভাল টেস্টে যে পঞ্চম দিনে গিয়ে সিরিজের ভাগ্য নির্ধারিত হবে, তা কেউ ভাবেনি। তৃতীয় দিনের শেষে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, ম্যাচের রাশ ভারতের হাতে। চতুর্থ দিনের শুরুতেও ভারতের বোলাররা ছন্দে থেকে ইংল্যান্ডকে চাপে রাখেন। কিন্তু খেলার চিত্রনাট্য হঠাৎই বদলে গেল। হ্যারি ব্রুক এবং জো রুটের দুর্দান্ত ব্যাটিং ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ইংল্যান্ড চলে গেল চালকের আসনে। তখন মনে হচ্ছিল, চা বিরতির একটু পরেই বেন স্টোকসের দল জিতে নেবে ম্যাচ ও সিরিজ। কিন্তু ক্রিকেট তো অনিশ্চয়তার খেলা। আবারও নাটক দেখা গেল চতুর্থ দিনের শেষ দিকে। ভারতের পেসাররা নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে দলকে ম্যাচে ফেরান। কিন্তু তখনই শুরু হয় বৃষ্টি। ফলে শেষ দেড় ঘণ্টার খেলা আর সম্ভব হয়নি। পঞ্চম দিনে হবে এই

নাটকীয় টেস্টের ফয়সালা। এখন দুই দলই জয়ের খুব কাছাকাছি। ইংল্যান্ডের দরকার মাত্র ৩৫ রান, আর ভারতের প্রয়োজন মাত্র ৪ উইকেট। চতুর্থ দিনের শুরুতে ভারত এগিয়ে ছিল। ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩২৪ রান, আর ভারতের দরকার ছিল ৮ উইকেট। সবুজ উইকেটে এত বড় রান তাড়া করা চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রথম সেশনেই বেন ডাকেট ও ওলি পোপকে ফিরিয়ে সেই চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন করে তোলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও মহম্মদ সিরাজ। ১০৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড। ঠিক সেই সময় ব্রুকের একটি পুল শট ব্যাটের কানায় লেগে হাওয়ায় উঠে যায়। বাউন্ডারির অনেকটা আগে দাঁড়িয়ে ছিলেন সিরাজ, ক্যাচ নিতে গিয়ে তিনি বাউন্ডারির দড়ি পার করে ফেলেন। ছয় হয়ে যায় সেই বল। সেটাই ম্যাচের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট। সেই ভুলের সুযোগ নিয়েই পাল্টা আক্রমণে যান ব্রুক। একের পর এক বড় শট খেলতে থাকেন। রান ওঠে দ্রুত, ভারত খেই হারায়। অন্যদিকে, ঠান্ডা মাথায় নিজের কাজ করে যান জো রুট। তিনিও দেখিয়ে দেন কেন তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার। ব্রুক ঝড় তুললেও রুট ধরে রেখে ইংল্যান্ডের ইনিংস গড়ে তোলেন। দু'জনে মিলে গড়ে তোলেন ১৯৫ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। আইসিসির টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ও দুই নম্বরে থাকা এই দুই ব্যাটার দেখিয়ে দিলেন কেন তাঁরা সেরাদের তালিকায়। চা বিরতির আগে ব্রুক তাঁর শতরান পূর্ণ করেন। বিরতির পরেও তাঁকে থামানো যাচ্ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত আকাশদীপের বলে ক্যাচ দিয়ে ৯৮ বলে ১১১ রানে ফিরলেন তিনি। সিরাজই এই বার তাঁর ক্যাচ লুফে নেন। কিন্তু তখন ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছে ৩০১ রানে। তখন তাঁদের দরকার আর মাত্র ৭৩ রান, হাতে ছিল ৫ উইকেট। চা বিরতির পর ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৫৭ রান। মনে হচ্ছিল, খুব দ্রুতই সেই রান তুলে নেবে তারা। কিন্তু ভারতের পেসাররা হাল ছাড়েননি। আগ্রাসী বোলিং চালিয়ে যান তাঁরা। প্রতিটা রান আটকে রাখার চেষ্টায় সফল হন। এই চাপেই বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হন জেকব বেথেল। কিছু ক্ষণের মধ্যেই সাজঘরে ফেরেন জো রুট। ইংল্যান্ডের দুই সেট ব্যাটার আউট হয়ে যাওয়ায় ভারতের আশা আবার জেগে ওঠে। ঠিক সেই সময়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতি। শুরু হয় বৃষ্টি। কিছু ক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেলেও মাঠে জল জমে যাওয়ায় খেলা আর শুরু করা যায়নি। আম্পায়াররা দু'দলকে জানিয়ে দেন, দিনের খেলা আর হবে না। ফলে টেস্ট ও সিরিজের ফলাফল নির্ধারণ হবে সোমবার পঞ্চম দিনে। ভারতের জন্য এই বিশ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হতশ্রী ফুটবলে পুলিশের হাতে আটক ইস্টবেঙ্গলও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশ এসির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ চিন্তায় ছিলেন ব্যারাকপুরের মাঠ নিয়ে। ম্যাচের পর নিজের দলের প্রদর্শন দেখে বিনোর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে বাধ্য। ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারাল পুলিশ এসি। গোল করলেন মহম্মদ আমিল নইম ও মৃণ্ময় মহাপাত্র। খেলা দেখে বোঝা দায় এই দলেই খেললেন ইস্টবেঙ্গলের তিন-চারজন সিনিয়র ফুটবলার। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলে জোর দিল পুলিশ এসি।

ম্যাচের ৯ মিনিটের মাথায় প্রথম সুযোগ পায় পুলিশ। শেখ আসিফ আহমেদের শট গোল পোস্টের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। ১৩ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় পুলিশ। সুদীপকুমার দাসের সেন্টার থেকে আমিল নইমের গোল। মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও গোল করেছিলেন নইম। ইস্টবেঙ্গলের মার্ক জো নিজের জায়গামতো থাকলে হয়তো নইমকে আটকানো যেত। ১৬ মিনিটে বক্সের একটু বাইরে পুলিশের সঞ্জয় মান্ডির হাতে লাগে বল। ফ্রি-কিক পেয়ে ডেভিডের শট গোলপোস্টের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সুযোগ তৈরি করতে না পেরে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। ৩২ মিনিটে গোলদাতা আমিলকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন প্রভার লাকরা। ৪২ মিনিটে আবার সুযোগ তৈরি করে পুলিশ। উজ্জ্বল হাওলাদারের শট বারে লাগে। ৪৫ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করল ইস্টবেঙ্গল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice
Sealed Tender has invited by the President, Prayag Association of Apartment Owners vide **NIT No.: PAAO/FM/2025-26/01 to 04, Date: 03/08/2025** for Facility Operation & Management Services, Housekeeping & Pest control, Security Service and Horticulture. Last date for submission of Tender: **24/08/2025 up to 2:00 PM.** Bidders may download necessary tender documents from **02/08/2025,** Website: **www.prayagnewkolkata.com** or collect in person from Prayag Association of Apartment Owners office at Millan Club House, New Kolkata, Prayag , Address: 449 / A / 2 G. T. Road, Mahesh, Serampore, Hooghly - 712202.
Sd/-President
Prayag Association of Appartment Owners

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No. 595/ GM/NIT/TOWN HALL/25, Dated: 02/08/2025
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-03(e)/25, DT: 02/08/2025.
The e-tender has hereby invited by the Chairman, **Gobardanga Municipality. Name of the work:** Air conditioning work of town hall under Gobardanga municipality. Last date of submission of Bid on **21/08/25.** For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1	Sinking of a deep tube well in different wards within Jaynagar Majilpur Municipality	WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/17/2025-26 SL1 TO 3

Tender ID: **2025_MAD_886246_1 to 3**
Bid submission starting date: **04/08/2025 at 09:00 AM.**
Bid submission closing date: **12/08/2025 at 05:30 PM.**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer,**
Joynagar Mozilpur Municipality

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
SFDCL invites e-tender from eligible bidder against 09 NIT's vide. No. SFDC/MD/NIT Inland/2025-26/01(e) to 09(e) regarding supply of different aquaculture inputs in different fisheries projects. Bid submission start & end date for all tenders are **04.08.25 &11.08.25** respectively.
For details visit: wbtenders.gov.in

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
(রেজি. অফিস : ৩য় তল, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০৬৯)
CIN : L17125WB1983PLC036209, ই-মেল : info@hindusthancreditcapital.com,
ওয়েবসাইট : www.hindusthancreditcapital.com)
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ
(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত আর্থিক বর্ষ
		৩০-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৪	৩১-০৩-২০২৫	৩১-০৩-২০২৫
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে				
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পূর্ব)	(৬.০৮)	(৫.৫৩)	১০.০৫	(৮.৫৮)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	(৬.০৮)	(৫.৫৩)	১০.০৫	(৮.৫৮)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	(৬.০৮)	(৫.৫৩)	১০.০৫	(৮.৫৮)
৫.	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [সংশ্লিষ্ট আয়/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী)]	(৬.০৮)	(৫.৫৩)	১০.০৫	(৮.৫৮)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	১০.০৫	৩৮৩.৮২
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট প্রদর্শিত অনুযায়ী				
৮.	শেয়ার পিছু আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (কারবার চালু এবং বন্ধের সময়ে)				
	ক) মূল (টাকা)	(০.১৬)	(০.১৪)	০.২৬	(০.২২)
	খ) মিশ্র (টাকা)	(০.১৬)	(০.১৪)	০.২৬	(০.২২)

দ্রষ্টব্য: ১) ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের উক্ত সংক্ষিপ্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলির) ওয়েবসাইট **www.cse-india.com**, কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.hindusthancreditcapital.com** থেকে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

স্থান : দিল্লি
তারিখ : ০২-০৮-২০২৫

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে এবং জন্য
হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
রাজেশ গয়াল
(হোলটাইম ডিরেক্টর)
ডিন:- ০১৩৩৯৬১৪

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড
CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস: মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪
ই-মেল: info@aanchalispat.com, টেলি:০৩২১২-২৪৬১২১, **ওয়েবসাইট:** www.aanchalispat.com
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	২,২৭২.১৮	৩,৪৬৩.৪৮	৪,৪০৮.৩৩	১৫,১৩০.১৩
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী	৫.৭২	(৪৪৯.৭০)	১.৩৪	(৫৩৫.৩৮)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	৫.৭২	(১,৭৫৫.০৮)	১.৩৪	(১,৭৯০.৭৬)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৪.৭৪	(১,৩০৪.৫৫)	১.১১	(১,৩৪০.২৩)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী	৪.৭৪	(১,২৯৬.৪০)	১.১১	(১,৩৩২.০৯)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ব বর্ষে ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)				
মৌলিক: (টাকায়)	০.০২	(৬.২২)	০.০১	(৬.৪৩)
মিশ্রিত: (টাকায়)	০.০২	(৬.২২)	০.০১	(৬.৪৩)

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http://www.aanchalispat.com/financial.html#financials** -তে পাওয়া যাবে।
২ উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন ২০১৩ -এর ধারা ১৩৩ -এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (''আইএনডি এএস'') অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি ২০১৫ -এর সাথে একত্রে পঠিত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০২.০৮.২০২৫

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড -এর
স্বা/-ক্ষে
মুকেশ গোয়েল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

আধুনিক মেডিক্যাল টেকনোলজি চিকিৎসকের মস্তিষ্কপ্রসূত পরিসর

তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকুক শুধুই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে

শুভজিৎ বসাক

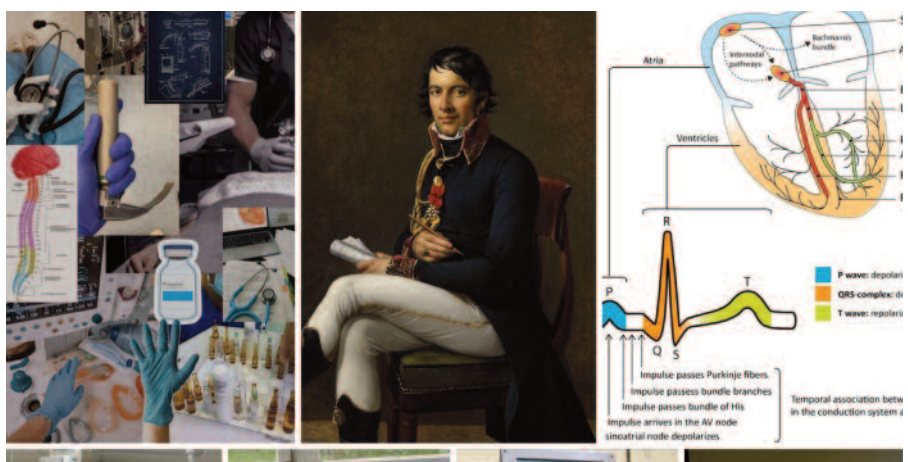

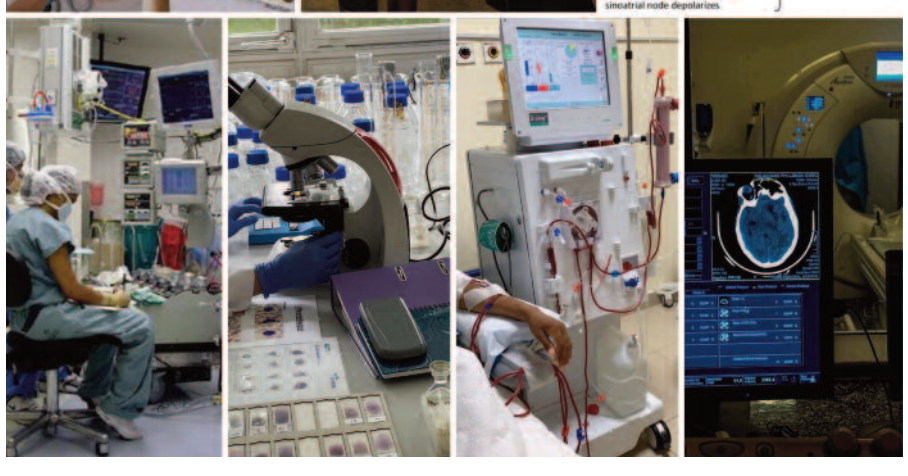

আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষবায় বিভিন্ন পরিসরে নিযুক্ত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কথা সামাজিক মাধ্যমে দেরিতে হলেও প্রসারিত হচ্ছে যা আশাব্যঞ্জক একটি পর্যায় বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কেন্দ্রে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের জন্য 'ন্যাশনাল কমিশন ফর এলাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রফেশনস' (গুঞ্ঝঞ্জঞ্ঞ)- এর একটি কমিশন রয়েছে যেখানে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে যে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কোনও সেলের দায়িত্বে থাকবেন না চিকিৎসকরা। ডাক্তার, নার্সদের মতো এই বিভাগেও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দিতে হবে এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক রাজ্যগুলিকে এমন নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য, একাধিকবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দাবি জানানো হয়ে এসেছে যে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিষয়ক শীর্ষক কমিটিগুলির শীর্ষে যাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বা এএইচসিসি বিশেষজ্ঞদেরই রাখা হয় যেমন চিকিৎসক, নার্সদের শীর্ষক কমিটিতে ডাক্তার কিংবা সেবিকাদেরই রাখা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসক, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু বিষয়ে অবগত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২৫৯ বছর আগে ৮ই জুলাই, ১৭৬৬ সালে, 'আধুনিক মেডিকেল টেকনোলজি বিভাগের জনক' ডমিনিক-জিন ল্যারি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি পরবর্তীকালে ফরাসি সামরিক ডাক্তার হিসাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেনাদলে প্রধান সার্জন পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত ফলাফল আজকের এই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসর। তিনি নির্দিষ্ট কিছু সেনাদের যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষিত করে তোলেন এবং তৎকালীন সময়ে প্যারামেডিকেল নামে বিভাগটির সূত্রপাত হয় যা আজকের দিনে মেডিক্যাল টেকনোলজি নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে আর যাদের ওপর ভিত্তি করে আহত সেনাদের প্রাণের মূল্যের কথা অনুভব করে আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ও আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেম চালু করেন যার মাধ্যমে মিত্র ও শত্রু দুই পক্ষের সেনাই চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয় এবং ল্যারি বিশ্ব বন্দিত হয়ে ওঠেন। উদাহরণস্বরূপ, এই পরিসরের সাহায্যে শত্রুবাহিনী এবং মিত্রপক্ষের চিকিৎসা করার সুবাদে গুরুতর আহতদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা উচিত- এই বিষয়টি গুরুত্বশীল হয়ে উঠলে একজন অত্যন্ত দক্ষ সার্জন হিসেবে ল্যারি ১৮১২ সালে বোরোডিনো যুদ্ধে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২০০টি অঙ্গচ্ছেদ করেছিলেন- এমন তথ্য সেই যুদ্ধের ইতিহাস থেকে মেলে। এই আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের মধ্যে ক্রমে উন্নীত হয়ে আজ সমগ্র মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগ অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট, পারফিউশন টেকনোলজিস্ট, সিএসএসডি টেকনোলজিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট সহ সমস্ত বিভাগ আওতাভুক্ত হয়েছে- যাদের মুখ্য কাজ হল নির্দিষ্ট বিভাগীয় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা পরিসরের সাথে নিজেদের সার্বিক পরিচয় ঘটিয়ে রোগ নিরসনে চিকিৎসকদের যথাযথ সাহায্য করা। অর্থাৎ আধুনিক গোটা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসর একজন চিকিৎসকের মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবনা যা কোনও অন্য পরিসরের নয় তাই অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের যেকোনও শীর্ষপদে বসে আস্থা জোগানোর একমাত্র যোগ্যতা রাখেন তা বিশেষভাবে প্রমাণিত ও উল্লেখযোগ্য। একইসাথে মনে রাখার বিষয় যে মেডিক্যাল টেকনোলজি পরিসরটিকে নার্সিং বিভাগের সাথে মিশিয়ে ফেললে সেটা হবে চরম ভুল। একইসাথে উল্লেখযোগ্য, সরকারি পরিসরে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ শুরু হলেও তাদের উচ্চ পর্যায়ে পঠনপাঠনের সুযোগ এখনও অবধি চাকুরিরত অবস্থায় শুরু হয়নি। রাজ্যে এর আগে গঠিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলে স্বাস্থ্য প্রশাসনের নিয়মানুযায়ী রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের নিয়ে গঠিত হওয়া বিশেষভাবে জরুরী এবং বর্তমানে রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে নিযুক্ত বিভিন্ন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সর্বোচ্চ বিএসসি (স্নাতক) ডিগ্রী রয়েছে, যারা মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) উত্তীর্ণ করেছে তারা অধিকাংশই রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত নয় আর যদি তাদের কাউন্সিলে জায়গা দেওয়া হয় তা হবে নিয়মবিরুদ্ধ আর ন্যূনতম স্নাতকধারীরা কখনোই কোনও পরিসরে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না। একইসাথে ইসিজি, ডায়ালিসিস বিষয়ে এরাজ্যে ডিপ্লোমা ডিগ্রী চালু থাকলেও এখনও স্নাতক পঠনপাঠনই চালু হয়নি অথচ কাউন্সিলে তারাও অংশভুক্ত, অন্যান্য পরিসরের সাথে তাদেরও ন্যূনতম সর্বোচ্চ শিক্ষার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। অর্থাৎ আরও সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের করে দেওয়া উচিত যার জন্য আরও কিছুটা সময় লাগলেও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর তার নিয়মমাফিক কাজটি করে উঠতে সক্ষম হবে। একইসাথে এই শিক্ষিত, অভিজ্ঞ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের দিয়ে সরকারি পরিসরে নবাগত শিক্ষার্থী মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা সার্বিক করা হোক তাতে রাজ্যের প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিসর ভারতবর্ষে এক নতুন নজির স্থাপনে সক্ষম হবে এবং প্রতিটি পরিসরেই সরকারি বিভাগে এমন অভিজ্ঞ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। অর্থাৎ মেডিক্যাল টেকনোলজি উচ্চতর শিক্ষা ও নির্দিষ্ট পরিসরে নিযুক্ত থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বহাল থাকা দুই দিকই খুলে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্য দফতরের হাতে এইমুহূর্তে মজুত আছে যে বিষয়টি দ্রুত রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের নজরে আসুক।

সবদিক খতিয়ে দেখলে 'ন্যাশনাল কমিশন ফর এলাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রফেশনস কমিশন'- এর তরফে দেশের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের গৌরবময় ইতিহাস যা একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের ভাবনায় গড়ে উঠেছিল তার বিস্তারিত পরিসর সম্পর্কে কোথাও একটু অদেখার কারণে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা মোটেই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের জন্য আদর্শ নয় বা তাদের বৃহৎ স্বার্থকে আগামীদিনে ক্ষুণ্ন করবে। একইসাথে তাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক এবং রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে নির্দেশ সরকারি চাকুরিরত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের দিয়েই কাউন্সিল পরিচালনা করার উৎকৃষ্ট ভাবনা তাকেই শুধু মান্যতা দেওয়া হোক অন্য কাউকে দিয়ে নয়, এতে সার্বিক পরিসরে উন্নতিসাধন সম্ভব হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্বাস্থ্য পরিসরে চিকিৎসকদের বিকল্প কেউই হতে পারে না আর তাঁদেরই দেখানো পথে সমগ্র স্বাস্থ্য পরিসর (স্বাস্থ্য শিক্ষা, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নার্সিং, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসর) নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে শুধুই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের ওপরে এত বৃহৎ পরিসরে ন্যস্ত হওয়া কখনোই উচিৎ নয় আর তাঁদেরই দেখানো পথে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের দিশা মিলুক প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিসরে- সেটাই কাম্য।

হৃদপিণ্ডের সুরক্ষায় আবশ্যিক কর্তব্যসমূহ

ডাঃ শামসুল হক

আমাদের বুকের খাঁচার মধ্যে অতি সযত্নে রক্ষিত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা যন্ত্রের নাম হৃদপিন্ড । আর তাকে রক্ষা করার জন্য সদা সর্বদা সতর্ক ও থাকতে হয় আমাদের । কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও সমস্ত নিয়মকানুন সঠিকভাবে প্রতিপালন করা কি আদৌ সম্ভব হচ্ছে আমাদের পক্ষে ? বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে আমাদের নিজস্ব জীবনযাত্রার মধ্যে ঘটে চলেছে বিশাল পরিবর্তনের ছায়াও। আর তার ই ফলস্বরূপ হাতেনাতে ফলছে তার ফলাফল ও । দিন যত এগিয়ে চলেছে ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে হৃদরোগের ঝুঁকিও ।

ভাগ্য সহায় হলে অতি ভয়ঙ্কর সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া হয়তো সম্ভব হচ্ছে , কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনটাও । সেজন্য দায়ীও অবশ্য আমরা নিজেরাই । কারণ আমরা নিজেরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে একটু সংযত হতে পারতাম তাহলে সেই মহাঘাতকের হাত থেকে রক্ষাও পেতে পারতাম অতি সহজেই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলেছে হৃদরোগে আক্রান্ত হ ওয়ার পরিমাণ এবং সেইসঙ্গে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও । তাই শঙ্কিত আমরা। চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞরাও এই বিষয়ে নতুনভাবে অনেক কিছু ভাবতেও শুরু করে দিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও উদ্বিগ্ন। সকলের ই এক মত, এবার মানুষকেই সংযত হতে হবে। মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্য বিধিও । আর সেই কাজ যদি আমরা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি তাহলে আমরা রক্ষা করতে পারব নিজেদেরকে এবং অতি অবশ্যই আমাদের পরিবারকেও ।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃদপিণ্ডের ওজন সাধারণত হতে পারে আড়াইশো গ্ ্রাম থেকে তিন শত পঞ্চাশ গ্ ্রাম পর্যন্ত। দৈর্ঘ্যে পাঁচ ইঞ্চির কাছাকাছি এবং প্রস্থে মোটামুটি সাড়ে তিন ইঞ্চি । চব্বিশ ঘণ্টাই পাম্পের মতো কাজ করাই তার কাজ। আর তাঁর মাধ্যমেই অবিরতভাবে সমগ্ ্র শরীরের মধ্যে সে করে চলে রক্ত সঞ্চালনের কাজ ও ।

মানবদেহের অতি মূল্যবান এই সম্পদ আবৃত থাকে হৃদবরণ (pericardium) দ্বারা। আর তাকে বেষ্টন করে থাকে ফুসফুস। এই হৃদবরণ আবার গঠিত হয় মোট দুটি অংশের সমষ্টিতে। প্রথমটা হল ফাইব্রাস হৃদবরণ এবং অন্যটা সেরাস হৃদবরণ। মানুষের হৃদযন্ত্রে থাকে মোট চারটি প্রকোষ্ঠ। যথা ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়। আর বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয় । এই ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মাঝখানে আবার অবস্থান করে ত্রিপত্রক কপাটিকা আর বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝখানে থাকে দ্বিপত্র কপাটিকা । আর তাদের দ্বারাই চলে সংযোগ রক্ষার কাজটিও ।

হৃদপিণ্ডের ডান অংশের কাজ হল আমাদের দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ডান অলিন্দে অক্সিজেন শূন্য রক্ত সংগ্রহ করা এবং ডান নিলয়ের মাধ্যমে পাম্পের সাহায্যে ফুসফুসে পাঠানো । সেখানেই শোধিত হয় সেই রক্ত । সেইসময় সেই রক্তের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে যেটুকু কার্বণ - ডাই - অক্সাইড তা বের হয়ে যায় এবং পুরোপুরিভাবে শোধিত হয়েই হয়ে ওঠে অক্সিজেন সমৃদ্ধও । তারপর সেটা ফুসফুস থেকে প্রথমে পৌঁছে যায় বাম অলিন্দে এবং তারপর বাম নিলয়ে । সেখান থেকে মহা ধমনী এবং অন্যান্য আরও অনেক শাখা ধমনীর মাধ্যমে সেই রক্ত ছড়িয়ে পড়ে আমাদের ই দেহের প্রতিটি কোণায় কোণায়।

হৃদপিণ্ডের ভিতরে রক্তের এই যে চলাফেরা এবং এত শুদ্ধিকরণ , সবকিছুই কিন্তু চলে একেবারে নিয়ম মাফিকই। এর জন্য কখনও প্রয়োজন হয় না কোন জ্বালানির অথবা কোন মন্ত্র শক্তিরও। জীবন শুরুর সময় থেকে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে পর্যন্ত অবিরাম গতিতেই চলে সেই কাজও। ভাবতে গেলে সমগ্ ্র ব্যাপাটা অত্যন্ত বিস্ময়করও বটে। বাস্তব সত্য তো নিশ্চয়ই। আর সবকিছু ঠিকভাবে সম্পন্ন হলে সুস্থ ও সবল শরীরের ই অধিকারী হতে পারি আমরা। আর তার কিছু অন্যথা হলেই দেখা দিতে পারে হরেক বিপর্যয়ও।

হৃদপিণ্ডের মধ্যে থাকে যে দ্বিভাঁজ পর্দার আবরণ, ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলে পেরিকার্ডিয়াম তাতে যদি কোন কারণে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাহলে দেখা দিতে পারে পেরিকার্ডাইটিস রোগ। একটু এদিক ওদিক হলে হতে পারে অ্যানজাইনা পেকটোরিসের মতো মারাত্মক রোগও। আর তা ছাড়াও শরীরের মহা মূল্যবান এই অঙ্গকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হতে পারে ছোট বড় আরও অনেক রোগের ও । বলাই বাহুল্য , সমস্ত কিছুর জন্য ই দায়ী কিন্তু আমাদেরই ত্রুটিপূর্ণ জীবন ধারণের পদ্ধতি এবং অতি অবশ্যই অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসও।

সম্প্রতিকালে যত্র তত্র গজিয়ে উঠেছে অজস্র হোটেল রেস্তোরা সহ লোভনীয় খাদ্যসামগ্ ্রীর অত্যাধুনিক অনেক মলেরও। সেখানে অবিরতভাবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন স্বাদের ফার্স্টফুডও। আর টাকা পয়সার মায়া দয়া না করেই আমরা ছুটে চলছি তার ই লোভে এবং নিজেদের অজান্তেই নিজেদের কতটা ক্ষতি ডেকে আনছি সেটা বোধহয় আমরা নিজেরাও জানি না, অথবা জানার চেষ্টাও করি না। সেখানে আবার নেই বয়সের ও হিসাব নিকাশ । তাই নিজস্ব শরীর ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে আমরা যে কতখানি ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি সেই জবাব দেবে আমাদের ভবিষ্যতই।

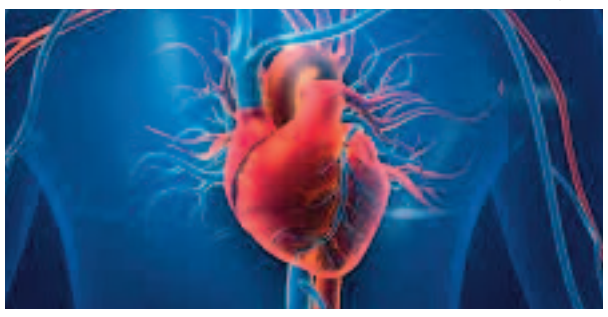

ভয়াবহ এই পরিস্থিতির কথা মনে আসলেই প্রথমে মনে পড়ে স্ট্রোক নামক অতি পরিচিত সেই শব্দটার কথাই। সেটা যেমন একেবারে অপ্রত্যাশিত, তেমনই বেদনাদায়কও বটে। কিন্তু তার যে সেই আগমন, সেটা কিন্তু একেবারে আচমকাও নয়। সে একেবারে গুটি গুটি পায়েই এগিয়ে আসে এবং তৈরি করে যন্ত্রণাময় এক পরিস্থিতিরও। সে আসে, কিন্তু তার আগমন ঘটে বেশ কয়েকটা সতর্কবার্তা প্রেরণ করার পরই। একটু চেষ্টা করলেই আমরা সেটা অনুভব করতেও পারি । কিন্তু সেটা না করে বেশীরভাগ সময়ই আমরা তাকে এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করি । আর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা আমাদের হয় ঠিক তখনই। তখন সাবধান হওয়া তো দূরের কথা, বেপরোয়া জীবন ধারণের গতিটাই বরং বেড়ে যায় আরও বহুগুণ।

অত এব বাঁচার মত বাঁচার জন্যই আমাদের মেনে চলা উচিত অনেক বিধিনিষেধও । প্রথমেই বদলাতে হবে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় থাকা অবাঞ্ছিত সমস্ত খাদ্য সামগ্রী। অভ্যস্ত হতে হবে ঠিক সময়ে পরিমাণ মতো সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। যে বয়সে যেমনটা প্রয়োজন উৎসাহী হতে হবে নিয়মিত শরীরচর্চার বিষয়েও। সঞ্চিত রাখা যাবে না মনের অন্দরে কোন টেনশনও। বই পড়া , বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং হৈ হট্টগোলের মধ্যেই সময় কাটানো ইত্যাদির মধ্যেই যেন কেটে যায় নিজের দিনরাত্রিও । অবশ্য রাতে যাতে সুনিদ্রা হয় খেয়াল রাখতে হবে সেইদিকেও। সেইসঙ্গে উচ্চরক্তচাপ যেন হাজির না হয় সদা সতর্ক থাকতে হবে হবে সেইদিকেও। সেইসঙ্গে ব্লাডসুগার, কোলেস্টেরলের মাত্রাও যাতে সঠিক থাকে নজর রাখতে হবে সেটাও। বর্জন করতে হবে ধূমপান সহ অন্যান্য আরও অনেক নেশাও। আর যদি সত্যি সত্যিই সেটা সম্ভব হয় তাহলে স্ট্রোক সহ হার্টের নানান ধরণের সমস্যা থেকে মোটামুটিভাবে মুক্তও থাকাও সম্ভব হবে। আর সেজন্য নিয়মিতভাবে যেমন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি , ঠিক তেমনই প্রয়োজন সবকিছুর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতাও।

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র সবুজ উদ্ভিদ। অর্জুন গাছের ছাল, গোক্ষুর , রসুন, ইত্যাদি আমরা যদি সঠিক নিয়ম মেনে ব্যবহার করি তাহলে এই সমস্যা থেকে অনেকটা দূরে সরে থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব।

ক্যানসার মানুষের শরীরের থেকেও

বেশি মানুষের চিন্তা-ভাবনায়

জয়দেব বেরা

আমরা জানি ক্যানসার হল মূলত এক মারণ ব্যাধি ।এটি এমন একধরনের জটিল রোগ,যা ব্যক্তির জীবনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ব্যক্তির শরীর ঠিক থাকেনা,নানান সমস্যায় তাকে ভুগতে হয় ।অবশেষে হয়তো তার মৃত্যুও হতে পারে ।এই ক্যানসারের কথা আমরা কম-বেশি সবাই জানি ।এটা হল ব্যক্তির শারীরিক ক্যানসার। তবে এই ক্যানসার কেবল যার হয় তারই ক্ষতি হয় ।সমাজের কোনও ক্ষতি হয়না। সমাজের কোনও অকল্যাণ হয়না।

কিন্তু আমার আলোচনার বিষয় হল একটু ভিন্ন ধরনের। সেটি হল সামাজিক-মানসিক ক্যানসার নিয়ে,যা শারীরিক ক্যানসারের থেকেও বেশি ভয়াবহ। বর্তমান সময়ে গণমাধ্যম দেখলেই প্রথমে যে খবরগুলো দেখতে পাই তা হল-ধর্ষণ,খুন,রাজনৈতিক হিংসা, পাচার, দুর্নীতি,

জাতি-ধর্মীয় বিভেদ,দারিদ্র ও বেকারত্বকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যা, বাল্য বিবাহ, পরকীয়া, নারী নির্যাতন প্রভৃতি। এইগুলো হল সামাজিক সমস্যা বা ব্যাধি যা একজন মানুষের সামাজিক-মানসিক চিন্তাভাবনাকে আক্রান্ত করে। এর ফলে মানুষের চিন্তাভাবনায় ক্যানসার দেখা যায়। অর্থাৎ গণমাধ্যমে দেখলেই এখন যে খবরগুলো বেশি বেশি করে দেখতে পাই তা হল- একজন বাবা তার মেয়েকে ধর্ষণ করছে,একজন ভাই তার নিজের ভাইকে খুন করছে, একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুন করছে আবার একজন স্বামী তার স্ত্রীকে খুন করছে, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে চাকরি করতে দেবে না বলে তার হাত কেটে নিচ্ছে, একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করছে, একজন দলিত মানুষকে আজও নিম্নবর্গীয় করে রাখা হয়েছে, একজন বাবা-মা তার মেয়েকে শিক্ষার আলো না দিয়ে তাকে বোঝা ভেবে বাল্য বিবাহ দিয়ে দিচ্ছে,একজন প্রেমিক তার প্রিয় প্রেমিকাকেও ধর্ষণ করছে,বাড়ছে যৌন হেনস্থা এবং যৌনতাকে নিয়ে হুমকি ও ব্ল্যাকমেইল, একজন ছেলে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অত্যাচার করছে,সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে চলছে রাজনৈতিক হিংসা ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব,চলছে নারী নির্যাতন, পরকীয়া প্রভৃতি ।এই সবই কিন্তু মানুষের নেতিবাচক চিন্তাভাবনার ফলাফল। অর্থাৎ সামাজিক

সমস্যাগুলো মানুষের মানসিক চিন্তাভাবনাকে এতটাই গ্রাস করেছে যে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলো এখন ক্যানসারের মতো নেতিবাচক হয়ে গেছে।

শরীরে ক্যানসার হলে একজন মানুষ হয়তো মারা যেতে পারে কিন্তু সমাজের কোনও ক্ষতি কিন্তু হবে না। তবে মানুষের সামাজিক-মানসিক চিন্তাভাবনায় ক্যানসার হলে একজন ব্যক্তি কেবল নয় পুরো সমাজটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সমাজ এবং সমাজের একক মানুষের ইতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলো আজ কোথায় গিয়েছে বলতে পারেন ?যেখানে একজন মেয়ে তার নিজের বাবার কাছেও নিরাপত্তা পাচ্ছে না ।যে বাবাকে ভগবানের চোখে দেখা হয়। যদিও সবাই সমান নয়। একজন ছেলে বৃদ্ধ বাবা-মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে,একজন শিক্ষার্থী তার প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। হাসপাতালে হচ্ছে পাচার ও ধর্ষণ এবং চলছে বিপুল দুর্নীতি। আইনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও চলছে দুর্নীতি ও ধর্ষণ ।যে আইনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষকে সঠিক সুবিচার দিতে শেখায়,নিরাপত্তা দিতে শেখায়। মানুষ আজ কোথায় যাবে বলুনতো তো? শিক্ষা- স্বাস্থ্য- ধর্মীয়- আইনি- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এমনকি নিজের বাড়িতেও নিরাপত্তার অভাব। কেবল নিরাপত্তা নয় বিশেষ করে অভাব মানুষের মূল্যবোধের,অভাব মানুষের সততা ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনার ।বর্তমান সময়ে মানুষের সামাজিক ও মানসিক ইতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলো অবক্ষয় হতে শুরু করেছে, হারিয়ে যাচ্ছে মানবিক মূল্যবোধও ।যার ফলে বাড়ছে সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি তথা সামাজিক ও মানসিক ক্যানসার ।মানুষের শরীরের পাশাপাশি মানুষের সামাজিক-মানসিক চিন্তাভাবনায় বেশি ক্যানসার হচ্ছে তাই হয়তো বৃদ্ধি পাচ্ছে এত অপরাধ,এত সামাজিক ও মানসিক সমস্যা। শারীরিক ক্যানসার একজন মানুষের জীবন নিতে পারে, কিন্তু মানুষের চিন্তাভাবনায় ক্যানসার হলে সমগ্র সমাজই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

তাই আমাদেরকেই সামাজিক ডাক্তার হয়ে মানুষের এই সামাজিক ও মানসিক তথা চিন্তাভাবনায় আক্রান্ত ক্যানসারকে দূরীকরণ করতে হবে। তার জন্য চাই সঠিক কাউন্সেলিং,গাইডেন্স, সচেতনমূলক সেমিনার,ক্যাম্প এবং আইনি কঠোরতা। সমাজকর্মী,মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক তথা সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, প্রশাসন সহ সমাজের সমস্ত মানুষকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ সমাজের প্রতি সবার একটা দায়িত্ব রয়েছে ।সবার লক্ষ্য হবে অভিন্ন তা হল-মানুষের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা, মানুষের মূল্যবোধ বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি মানুষকে সংস্কৃতিবান ও সামাজিক করে তোলা। পাশাপাশি চাই সাংবিধানিকভাবে কঠোর আইনি উদ্যোগ নেওয়া। সমাজকে সুস্থ রাখতে হলে মানুষের চিন্তাভাবনাকে আগে সুস্থ করতে হবে। তবেই সমাজ সুস্থ ও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলবে তার নিজের ছন্দে। তবেই সমাজের একক হিসাবে মানুষও ভালো থাকবে, ভালো থাকবে মানুষের চিন্তাভাবনা তথা মন।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, লেখক,সমাজকর্মী এবং সমাজ-মনোবিশ্লেষক